রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৮, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২-৭-৯৮ ইং/১৮-৩-১৪০৫ বাং

এস, আর, ও, নং ১৪০-আইন/৯৮ আইন/শ্রজম/শা-৯/৩(৮)/৯৭—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর Section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্‌সংগে প্রকাশ করিল, যথা :

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১	২	৩
১।	আই, আর, ও, মামলা	১৭/৯৫
২।	আই, আর, ও, মামলা	১১/৯৭
৩।	আই, আর, ও, মামলা	৪৩/৯৭

মূল্য : টাকা ১২·০০

১	২	৩
৪।	আই, আর, ও, মামলা	৮৭/৯৬
৫।	আই, আর, ও, মামলা	৮৪/৯৬
৬।	ফৌজদারী মামলা	১৪/৯৩
৭।	ফৌজদারী মামলা	৫/৯৭
৮।	পি, ডব্লিউ, মামলা	১/৯৮
৯।	সি, কেস	৩/৯৪
১০।	ফৌজদারী মামলা	১৬/৯৩
১১।	অভিযোগ মামলা	৫/৯৭
১২।	অভিযোগ মামলা	১২/৯৬
১৩।	ফৌজদারী মামলা	১৫/৯৩
১৪।	পি, ডব্লিউ, মামলা	৩/৯৭
১৫।	আই, আর, ও, মামলা	২৪/৯৭
১৬।	ফৌজদারী মামলা	৯১/৮৯
১৭।	অভিযোগ মামলা	২৩/৯৫
১৮।	আই, আর, ও, মামলা	৬৫/৯৭
১৯।	অভিযোগ মামলা	৪৪/৯৩
২০।	আই, আর, ও, মামলা	৫৪/৯৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন

উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত:-জনাব মোঃ শওকত হোসেন

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১৯/৯৫

১। মোঃ আঃ আজিজ লস্কর, পিতা-মৃত মাহতাব উদ্দিন লস্কর,
সভাপতি, দিনাজপুর মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন,
ট্রাক বিভাগ, বাংলা হিলি শাখা।

২। মোঃ মাহবুবুর রহমান, পিতা মৃত সাইফুদ্দিন, সড়ক সম্পাদক,
দিনাজপুর মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ট্রাক বিভাগ, বাংলা হিলি শাখা,
পি, পি, রোড, বাংলা হিলি, থানা হাকিমপুর, জেলা দিনাজপুর। —দরখাস্তকারী

বনাম

১। মোঃ নুরুজ্জামান বাবলু চৌঃ, পিতা মৃত গোলাম মোস্তফা,
সভাপতি, দিনাজপুর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন প্রধান কার্যালয়,
পোঃ ও সাং কালিতলা, জেলা দিনাজপুর।

২। রাজু আহম্মদ, পিতা নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
দিনাজপুর ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, পোঃ ও সাং কালিতলা, দিনাজপুর।

৩। মোঃ আজাহার আলী, পিতা মৃত আব্বাস আলী, সভাপতি,
২৪৫ নং ইউনিয়নের বাংলা হিলি শাখা কার্যালয়।

৪। কামরুজ্জামান খাঁন বিপুব, পিতা এনামুল হক খাঁ,
সহ-সভাপতি, ২৪৫ নং ইউনিয়নের বাংলা হিলি শাখা কার্যালয়।

৫। মোঃ আবদুল হাই সরকার, পিতা ফরিদ মোহাম্মদ,
সম্পাদক, ২৪৫ নং ইউনিয়নের বাংলা হিলি শাখা কার্যালয়।

৬। মোঃ আবদুল মান্নান, পিতা অজ্ঞাত, সহ সম্পাদক,

ঐ

৭। মোঃ আনোয়ার হোসেন মাটু, পিতা শমিউদ্দিন আহম্মেদ, কোষাধক্ষ্য,

ঐ

৮। মোঃ আবু সিদ্দিক, পিতা মোঃ দিলবর আলী সেখ, দপ্তর সম্পাদক,

ঐ

৯। মোঃ সাজ্জাদ হায়দার ছোটন, পিতা মোঃ মুসা মুন্সী, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঐ

১০। সিকান্দার আলী খাঁন, পিতা এনামুল হক খাঁন, যোগাযোগ সম্পাদক,

ঐ

১১। মোঃ কেরদৌস আলী, পিতা মুজুর আলী, প্রচার সম্পাদক,

ঐ

১২। মোঃ নাদের আলী, কার্যকরী সদস্য,

ঐ

১৩। মোঃ রহিমুদ্দিন, ঠাটারী, পিতা আজিমুদ্দিন ঠাটারী, কার্যকরী সদস্য, ২৪৫ নং ইউনিয়নের বাংলা হিলি শাখা কার্যালয়,

১৪। মোঃ ফিরোজ হোসেন, পিতা মুজুর আলী, কার্যকরী সদস্য

ঐ

১৫। মোফাজ্জল হোসেন, পিতা মৃত বছির মল্লিক,

১৬। মোঃ ইউসুফ আলী মণ্ডল, পিতা ইসমাইল মণ্ডল,

১৭। বাবলু সেখ, পিতা মোক্তার সেখ,

১৮। আকরাম মুন্সী, পিতা আবদুল্লাহ মুন্সী,

১৯। কলিম মণ্ডল, পিতা মৃত বদর উদ্দিন মণ্ডল,

২০। স্বপন, পিতা মাসুদ আলী মুন্সী,

২১। গফুর, পিতা মৃত ওসমান মল্লিক,

২২। নেছার আহমেদ, পিতা অজ্ঞাত,

২৩। মোঃ ইছাহাক আলী, পিতা মৃত ছাবের আলী,

১৫—২৩ নং সকলেই সদস্য ২৪৫ নং ইউনিয়নের বাংলা হিলি শাখা কার্যালয়, ৩—২৩ সর্ব সাং ও পোঃ-বাংলাহিলি, থানা-হাকিমপুর, জেলা-দিনাজপুর।

২৪। মো: খলিলুর রহমান, পিতা মৃত খেজমুদ্দিন,

২৫। মেহার আহমেদ, পিতা ছমির উদ্দিন,

২৬। মো: জহির উদ্দিন, পিতা মৃত হায়দার আলী,

২৭। রফিক উদ্দিন, পিতা মৃত ফজু সেখ,

২৮। মো: নজরুল ইসলাম, পিতা মৃত ময়েজ উদ্দিন,

২৯। মো: শাহাজামাল মল্লিক, পিতা হাসান মল্লিক,

৩০। শ্রী বিকাশ চন্দ্র সরকার, পিতা মৃত বিনদ বিহারী সরকার,

৩১। মো: এমদাদুল হক, পিতা মৃত আ: রউফ,

৩২। মো: আজগর আলী, মোল্লা, পিতা আজাদ আলী,

৩৩। মো: মছুনিয়া, পিতা মৃত রমজান আলী,

৩৪। আব্দুল ওহাব মণ্ডল,, পিতা আব্দুল গফুর,

২৪—৩৪ সকলেই সদস্য, ২৪৫ নং ইউনিয়নের বাংলাহিলি শাখা কার্যালয়, সর্ব সাং বাংলাহিলি, থানা-হাকিমপুর, জেলা-দিনাজপুর।

৩৫। মো: রমজান আলী,

৩৬। মো: মসফিকুর রহমান,

৩৭। এম, এ, খালেক,

৩৮। মো: আফতাব উদ্দিন,

৩৫—৩৮ সবলেই সদস্য, দিনাজপুর জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, সাং ও পো: কালিতলা, জেলা-দিনাজপুর, প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ৩৩, তারিখ ১৩-৪-৯৮।

অদ্য মামলটি চুড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবিও কোন আবেদন করেন নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা প্রদান করেন। অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব ফজলুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব মো: সেলিম দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

দেখিলাম। বাদী পক্ষকে বারবার ডাকা সত্বেও পাওয়া গেল না।

অতএব,

আদেশ হয়

এত্র মোকদ্দমা বিনা তদবীরে খারিজ করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

সদস্যগণ :- ১। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ আঃ গাফ্ফার তারা শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ-১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮।

আই, আর, ও, মামলা নং-১১/৯৭

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
বগুড়া হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-২৫১), নামাজগড়, বগুড়া—২য় পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ :- ১। জনাব আবু আহসান করিম, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জামান, সংশোধিত ২য় পক্ষের আইনজীবি

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি) এর ১০(২)(১) ধারা অনুযায়ী আনীত মোকদ্দমা।

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী প্রথম পক্ষ অত্র মোকদ্দমা দাখিলে উল্লেখ করেন যে, ২য় পক্ষ বগুড়া হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-২৫১), নামাজগড়, বগুড়া ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত)

এর ২১ ধারানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৯৯৫ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করেন নাই এবং ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের স্বপক্ষে রেকর্ডপত্র প্রর্দশন করিতে ব্যর্থ হন। উপরন্ত ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৭-৪-৭৯ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নটির কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ৭(১) ধারা এবং ইউনিয়নটির নিজস্ব সংবিধানের ২৪ ধারার বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। উক্তরূপ বিধি বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ার কারনে ১ম পক্ষ তাহার কার্যালয়ের ২৩-১১-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৫৬/৮৩/১৫৯৭ নম্বর স্মারক সূত্রে ২য় পক্ষের নিকট হইতে ব্যাখ্যা তলব করেন। কিন্তু প্রাপককে না পাওয়ার উল্লেখে পত্রটি ১ম পক্ষের নিকট ফেরত আসে। যথসময়ে হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন না করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধি বিধান লংঘিত হওয়ায় ২য় পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়।

২য় পক্ষ ওকলাতনামাসহ হাজির পূর্বক জবাব দাখিলে উল্লেখ করেন যে, ১ম পক্ষের মোকদ্দমা আইনতঃ অচল এবং মোকদ্দমা আনয়নের কোন কারন নাই। ১ম পক্ষের দরখাস্তের বর্ণনা সম্পূর্নরূপে মিথ্যা।

২য় পক্ষের প্রকৃত মোকদ্দমা যে, ২য় পক্ষ ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশনের পর হইতে যথানিয়মে কার্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছে এবং উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের তরফ হইতে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরনী প্রেরন করা হইয়াছে এবং উহার কপি অত্র অফিসে সংরক্ষিত আছে। অত্র ইউনিয়নটির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন হইয়াছে এবং নির্বাচিত কমিটির দ্বারা বর্তমানে তাহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বিভিন্ন সময় ম্যানেজমেন্টর বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা থাকায় এবং ফ্যাক্টরী বিভিন্ন সময় বন্ধ থাকায় এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট লীজ প্রদান করায় অত্র ইউনিয়নের শ্রমিকগন বিভিন্ন ঝামেলায় পতিত হইয়াছে এবং তৎ কারনে রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত কার্যাবলী তথা শ্রমিক ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যাবলী পালনে কিঞ্চিত অনিয়ম দেখা দেয় যাহা বর্তমানে বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় মার্জনীয়। উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনায় ২য় পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বহাল যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। ২য় পক্ষ ইউনিয়নটি ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী যথাসময়ে ১ম পক্ষের বরাবর দাখিল করেন কিনা এবং ২য় পক্ষ ইউনিয়নটি পরিচালনার জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন কিনা ?

২। ২য় পক্ষ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের কোন বিধি বিধান লংঘন করিয়াছেন কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

শুনানীকালে উভয় পক্ষ তাহাদের নিজ নিজ মোকদ্দমা সমর্থনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দরখাস্তকারী-আপীলকারী পক্ষে প্রদর্শনী-১ ২য় পক্ষকে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল না করার জন্য কৈফিয়ত তলবপত্র এবং প্রদর্শনী-২ উল্লেখিত পত্র প্রেরণের সংশ্লিষ্ট খাম দাখিল করেন। অপর পক্ষে ২য় পক্ষ প্রদর্শনী-ক ১৯৯৬ সালের বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের আবেদন পত্র, ক(১) ১৯৯৬ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী, ক(২) পোষ্টাল রশিদ, ক(৩) প্রাপ্তি স্বীকার পত্র, খ-১৯৯৫ সালের রিটার্ন দাখিলের আবেদন পত্র, খ(১)- ১৯৯৫ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী, গ-১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন দাখিলের আবেদন পত্র, গ(১)-১৯৯৩ সনের বার্ষিক রিটার্ন, ঘ-১৯৯৪ সনের রিটার্ন দাখিলের আবেদন পত্র, ঘ(১)-১৯৯৪ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী, ঙ-কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ঙ(১) জবাব প্রেরণের স্বপক্ষে পোষ্টাল রশিদ দাখিল করেন।

আপীলকারী-১ম পক্ষের অভিযোগ যে, ২য় পক্ষ ১৯৯৫ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী যথাসময়ে দাখিল করেন নাই এবং ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের স্বপক্ষে রেকর্ডপত্র প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। উপরন্ত ইউনিয়নটি তাহাদের নিজস্ব সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় আপীলকারী-১ম পক্ষ উক্ত অভিযোগ উথাপনে ২য় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন এবং উক্ত নোটিশ প্রাপক পরিচিত নহেন' উল্লেখে ফেরত আসে। উক্ত বিষয়ে অত্র আদালত কর্তৃক তদন্ত করা হয় এবং পোষ্ট মাষ্টার, বগুড়া প্রধান ডাকঘর চিঠি "Not known" উল্লেখে ফেরত প্রদানের বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করেন। ২য় পক্ষের কাগজাদি পর্যলোচনায় দেখা যায় ২য় পক্ষ ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ১ম পক্ষের কার্যালয়ে দাখিল করিয়াছেন ফলতঃ ২য় পক্ষ কর্তৃক ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৫ সনের হিসাব বিবরনী যথাসময়ে দাখিল করা হয় নাই মর্মে যে অভিযোগ উথাপন করা হয় তাহা সঠিক নহে দেখা যায়। আপীলকারী -১ম পক্ষের আর ও অভিযোগ যে ২য় পক্ষ ইউনিয়নটির নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে করা হয় নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল ১ম পক্ষের কার্যালয়ে দাখিল করা হয় নাই। ২য় পক্ষ নিজ জবাবে উল্লেখ করেন যে ইউনিয়নটির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন হইয়াছে এবং বর্তমানে উক্ত নির্বাচনী কমিটির দ্বারা তাহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কাগজাদি অত্রাদালতে দাখিল করা হয় নাই। আপীলকারী-১ম পক্ষের কাগজাদি পর্যলোচনায় দেখা যায় অত্রাদালতে ২য় পক্ষের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনবিষয়ে অভিযোগ উথাপন করিলে ও ২য় পক্ষ বরাবর প্রদত্ত নোটিশে অনুরূপ কোন বিধি বিধান লংঘনের অভিযোগ উথাপন করা হয় নাই। প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় ১ম পক্ষ শুধুমাত্র ১৯৯৩, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সনের রিটার্ন সম্পর্কিত বিষয়ে অভিযোগ উথাপনে নোটিশ প্রদান করেন। ২য় পক্ষ

ইউনিয়নটি কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন যথাসময়ে করেন নাই' তদমর্মে কোন অভিযোগ প্রদত্ত নোটিশে দেখা যায় না। প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় মূলতঃ ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সনের হিসাব বিবরনী যথাসময়ে দাখিল করার জন্য ২য় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ২য় পক্ষের কাগজাদি পর্যালোচনা দেখা যায় ২য় পক্ষ যথাসময়ে ১ম পক্ষের কার্যালয়ে তাহা দাখিল করেন। ফলতঃ ১ম পক্ষের উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হয় না অনুরূপ অবস্থায় ১ম পক্ষে মোকদ্দমা নামঞ্জুরযোগ্য বিবেচিত হয়।

বিজ্ঞ সদস্যদের আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয়

যে অত্র আই, আর, ও, মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে নামঞ্জুর হইল। ১ম পক্ষকে ২য় পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদান করা গেল না।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

Members :-1. Mr. Md. Fazlur Rahman, for the Employer.

2. Mr. Md. Abu Selim, for the Labour.

Date of delivery of Judgement 15, April 1998.

I. R. O. Case No. 43/97

Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi—*Ist party.*

Versus

President/General Secretary,

Ranisankail Rickshaw & Van Sramik Union,

(Regn. No. Raj-1167), Ranisankail (Shibdighi), Thakurgaon

—*2nd party.*

Representatives :-1. Mr. I. K. M. Ehteshamul Haque, Representative for the Ist party.

2. Mr. Saifur Rahman Khan, Advocate for the 2nd party.

JUDGEMENT

Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi, hereafter called the Ist party filed the present case against Ranisankail Rickshaw and Van Sramik Union, Regd. No. Raj-1167, hereafter called the 2nd party for permission to cancell the registration of the 2nd party.

It is alleged by the Ist party that the 2nd party in accordance with the provision of S. 21 of Industrial Relations Ordinance, 1969 (with upto date amendment) and Rule 13 of Industrial Relations Rules 1977, is liable to submit its annual statement of accounts within 30th April of following next year but the 2nd party violating the aforesaid provisions d'd not submit its return for the years 1994—1996. That the Ist party seved notice upon the 2nd party for the reason above but the 2nd party did not comply and thus the case was filed.

Ranisankail Rickshaw and Van Sramik Union, 2nd party representating through its President appeared filed written statement stating that since the Union is a new one with illeterate members could not aware of the position of law which has known to it with the filing of the present case and that it beg appology and promised to obey the law in future. The 2nd party further stated that on being aware of law it has submitted its return for the year 1994-96 together in the office of the Ist party during pendency of this case and thus urges for sympathetic view.

ISSUES

(1) whether the 2nd party has violated any provision of law ?

(2) whether the registration of the 2nd party is liable cancelled ?

Findings and Decisions

Issues

Both the issues are taken up together for convenience of decision and discussion.

S. 21 of Industrial Relations Ordinance (with upto date amendment) 1969 and the rule 13 of Industrial Relations Rules 1977 require that every registered Union shall submit its annual statement of accounts to the Its party within 30th April of the following year and for violating any such provision the Ist party shall apply to the Labour Court for cancellation of registration of such defaulting Unions. Here in the present case admittedly the 2nd parry has violated the above provision of law for not submitting the annual statement of 1994-96 in time. But the 2nd party during pendency of the case submitted the above returns in the office of the Ist party. The 2nd party has also begged mercy for non-compliance of the above provisions of law. It is urged that it caused for ignorance of law. Since the 2nd party has already submitted its returns we may take a considerable view. The Ist party did not oppose it.

The ld. members are consulted. They expressed the same view orally.

Hence, it is

ORDERED

That the case is dismissed on contest. No permission is accorded to the Ist party for cancellation of registration of the 2nd party.

Md. Shawkat Hossain
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

সদস্যগণ :- ১। জনাব পুলিন বিহারী বিশ্বাস, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মো: আবু সেলিম, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ-১৬ ই এপ্রিল, ১৯৯৮

আই, আর ও মামলা নং-৮৭/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারন সম্পাদক,

রনবাঘা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন,

(রেজিঃ নং রাজ-১২৩০), রনবাঘা, নন্দিগ্রাম, বগুড়া—২য় পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব মো: সিরাজুল আলম, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খাঁন, ২য় পক্ষের আইনজীবী।

রায়

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১ম পক্ষ রনবাঘা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিং নং রাজ-১২৩০), নন্দিগ্রাম, বগুড়া ২য় পক্ষের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ উথাপনে মোকাদ্দমা করেন যে, ২য় পক্ষ ইউনিয়নটির নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ইউনিয়নটি রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই এবং ১৯৯৪-৯৫ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরনী যথাসময়ে দাখিল করেন নাই। ২য় পক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ২১ ধারা এবং ১৯৭৭ সনের শিল্প সম্পর্ক বিধিমালার বিধি-১০ এবং ৭(৯) (ঞ) এর বিধি লংঘন করায় উহার রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য।

২য় পক্ষ ওকালতনামা সহ আদালতে হাজির পূর্বক জবাব দাখিলে উল্লেখ করেন যে ইউনিয়নটি ১৯৯৪ সনে নিবন্ধণ লাভের পর রেজিষ্ট্রেশনের বিধি বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে এবং ইউনিয়নটির অভ্যন্তরীণ কোন দলাদলি, কলহ বিবাদ বা কোন প্রকার অসন্তোষ না থাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী দাখিলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নাই। অত্র মোকদ্দমা দায়েরের পর ২য় পক্ষ উল্লেখিত বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন এবং অপরাধ স্বীকারে ভবিষতে অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটিবেনা মর্মে অংগীকার ব্যক্ত করেন। ২য় পক্ষ আরও উল্লেখ করেন যে ইতিমধ্যে

ইউনিয়নটির ১৯৯৪ হইতে ১৯৯৬ সনের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরনী এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ১ম পক্ষের কার্যালয়ে দাখিল করিয়াছেন। ইউনিয়নটি নব নির্দ্ধিত বিধায় উল্লেখিত দোষ ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করত: অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয়

১। ২য় পক্ষ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ১০(২) (১) ধারার বিধি লংঘন করিয়াছেন কিনা এবং তৎ কারণে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

২য় পক্ষ শুনানীকালে প্রদর্শনী -ক হইতে প্রদর্শনী গ দাখিল করেন, যাহা নিম্নরূপ:- (ক) ১৯৯৪-১৯৯৬ সনের বার্ষিক রিটান দাখিল এবং নির্বাচন ব্যাপারে ৩ মাসের সময় বিষয়ে আবেদন পত্র (খ) সিরিজ-১৯৯৪-১৯৯৬ সনের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং (গ) নির্বাচনী ফলাফল।

২য় পক্ষের দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত কাগজাদি অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৬ সনের হিসাব বিবরণী ২১-১-৯৭ এবং নির্বাচনী ফলাফল ৩০-১২-৯৭ ইং তারিখে প্রথম পক্ষের কার্যালয়ে গৃহীত হয়। উপরোক্ত অবস্থায় দেখা যায় ২য় পক্ষ ইউনিয়নটি প্রাথমিকভাবে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধি বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলেও পরবর্তীতে তাহা প্রতিপালন করেন। ইউনিয়নটি নব নিবন্ধিত বিধায় উক্তরূপ ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। তাহারা মৌখিকভাবে অনুরূপ মতামতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

অতএব,

আদেশ হইল

অত্র আই, আর, ও, মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে নামঞ্জুর করা গেল।

মো: শওকত হোসেন

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ :- ১। জনাব পুলিন বিহারী বিশ্বাস, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মো: আবু সেলিম, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ- ১৯ শে এপ্রিল, ১৯৯৮

আই,আর,ও(আপীল) মামলা নং-৮৪/৯৬

আ: মান্নান, সাধারণ সম্পাদক,

প্রস্তাবিত ইটাখোলা হাট বাজার চাতাল ও আড়ৎ মাল

উঠানামা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, ইটাখোলা হাট,

ডাক ও থানা-ক্ষেতলাল, জেলা-জয়পুরহাট————————————আপীলকারী।

বনাম

১। রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

২। আজিজুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক,

ইটাখোলা হাট, বাজার আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজি: নং রাজ-৬৭৫, জয়পুরহাট————————————————প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ:-১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মো: সিরাজুল আলম, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

প্রস্তাবিত ইটাখোলা হাট বাজার চাতাল ও আড়ৎ মাল উঠানামা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর সাধারণ সম্পাদক আ: মান্নান উক্ত ইউনিয়নের পক্ষে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত), ১৯৬৯ এর ৮(৩) ধারায় অত্র আপীল দায়ের করেন।

সংক্ষেপে আপীলকারীর বক্তব্য যে, উল্লেখিত এলাকায় কর্মরত শ্রমিকগণ নিজেদের মধ্যে পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে এবং স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আপোষ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে গত ২৮-৫-৯৬ ইং তারিখে (৫৮ জন শ্রমিক এর অংশ গ্রহনে) উপস্থিত হইয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির সংগঠন বিষয়ে সর্বসম্মতিএনমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অতঃপর ১৫-৬-৯৬ ইং তারিখে ২য় সাধারণ সভায় ৬৯ জন সদস্যদের উপস্থিতে একটি অন্তবর্তীকালীন কার্যনির্বাহী কমিটির খসড়া সংবিধান গঠন এবং শেষে কতিপয় সংশোধনীসহ তাহা অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবিত

ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন এর ব্যাপারে উহার সাধারণ সম্পাদককে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং তিনি উক্ত প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে প্রতিপক্ষের কার্য্যালয়ে প্রয়োজনীয় কাগজাদীসহ রেজিষ্ট্রেশনের জন্য ৩০-৯-৯৬ ইং তারিখে আবেদন পত্র দাখিলকরেন। উক্ত আবেদন পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কতিপয় ভুলত্রুটি ধরিয়া তাহা সংশোধনের জন্য ১২-১০-৯৬ ইং তারিখে আপীলকারীপক্ষকে পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর আপীলকারী পক্ষ সরাসরি প্রতিপক্ষের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তি করিয়া দেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ পরবর্তীতে আপীলকারীর অজ্ঞাতে কতিপয় নতুন কারণ উল্লেখে প্রতিপক্ষের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/প্রঃ/৯৬/১৬২৮ তারিখ-২৭-১১-৯৬ সূত্রে রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করেন। পরবর্তীতে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তির কোন সুযোগ আপীলকারী পক্ষকে প্রদান না করিয়া আবেদন পত্র প্রত্যাখান করায় প্রতিপক্ষের উক্তরূপ আদেশে বিক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী প্রস্তাবিত ইউনিয়নের পক্ষে অত্র মোকাদ্দমা দায়ের করেন এবং আপীলটি মঞ্জুর পূর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য যথাবিহিত আদেশের প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করেন এবং উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী পক্ষের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষায় কতিপয় ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য আপীলকারী পক্ষকে আরটিইউ/রাজ/প্রঃ/৯৬/১৩৬৭ নং স্মারক সূত্রে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে এক পত্র প্রেরণ করেন। আপীলকারী পক্ষ তাহাদের ২৭-১০-৯৬ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির কিছু সংশোধন করিয়া দেন কিন্তু আপীলকারী পক্ষ কিছু গুরুত্বপুর্ণ তথ্য অর্থাৎ 'পি' ফরমে উল্লেখিত শিল্প ও বণিক সমিতির অধীনে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণ কাজ করে মর্মে কোন প্রকার কাগজপত্র দাখিলে ব্যর্থ হন। শিল্প বণিক সমিতি যে ইটাখোলা হাট বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের নিয়োগকর্তা এবং তাহাদের মধ্যে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা তাহা জানা আবশ্যক এবং উক্ত প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা কত তদমর্মে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হন। অনুরূপ অবস্থায় প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন সংগত কারণে বাতিল করেন। উক্তরূপ আদেশ আইনানুগভাবে প্রদত্ত বিধায় আপীলকারীর আবেদন নামঞ্জুর যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। ২য় পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১ম পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যান আদেশ যথার্থ কি না এবং আপীলকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আপীলকারী পক্ষ শুনানীকালে প্রদর্শনী-১ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের প্রথম সাধারন সভার কার্যবিবরণী, (২) ২য় সাধারন সভার কার্যবিবরণী, (৩) প্রাথমিক কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা 'এন' ফরম, (৪) সদস্যদের তালিকা অর্থ্যাৎ ফরম 'পি' (৫) প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান,

(৬) রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্রের অনুলিপি, (৭) প্রতিপক্ষ কর্তৃক ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য আপীলকারী পক্ষকে প্রদত্ত পত্র, (৮) আপীলকারী পক্ষ কর্তৃক ভুলত্রুটি নিষ্পত্তি পত্র, (৯) প্রতিপক্ষের প্রত্যাখ্যান পত্র, (১০) জাতীয় সংসদ সদস্য, জয়পরহাট—২ এর সুপারিশ পত্র, (১১) চেয়ারম্যান, ক্ষেতলাল ইউনিয়ন পরিষদ, ক্ষেতলাল জয়পুরহাট এর সুপারিশ পত্র এবং (১২) ইটাখোলা হাট বাজার চাতাল আড়ৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ পত্র দাখিল করেন।

শুনানীকালে উভয় পক্ষে নিজ নিজ মোকদ্দমা সমর্থনে মৌখিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মোকদ্দমার নথি এবং দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন পত্র প্রদর্শনী-৬ প্রতিপক্ষের দপ্তরে দাখিল করিলেও প্রতিপক্ষ কাগজাদি পর্যালোচনায় ৫ দফা ত্রুটি সংশোধনের জন্য আপীলকারী পক্ষকে প্রতিপক্ষের কার্যালয়ের আরটিইউ/রাজ/প্রঃ/৯৬/১৩৬৭ তাং-১২-১০-৯৬ নং স্মারক প্রদান করেন এবং উক্ত ত্রুটিসমূহ ১৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। আলেখ্য-৮ দৃষ্টে দেখা যায় নির্ধারিত সময়ের অর্থাৎ ২৭-১০-৯৬ ইং তারিখের পত্রে প্রতিপক্ষের উল্লেখিত স্মারকে বর্ণিত ৫ দফা ত্রুটি সংশোধনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্য করী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিপক্ষকে অবহিত করেন। আলেখ্য-৯ পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতিপক্ষ অতঃপর ২৭-১১-৯৬ ইং তারিখে ৩ দফা কারন উল্লেখে আপীলকারী পক্ষের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন পত্র প্রত্যাখান করেন। ৩ দফায় বর্ণিত ত্রুটি সমূহ নিম্নরূপ :-"(১) প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগন "শিল্প ও বণিক সমিতি" ইটাখোলা হাট এর অধীনে কর্মরত হিসাবে কোন প্রকার কাগজপত্র দাখিল করা হয় নাই, (২) "শিল্প ও বণিক সমিতি" ইটাখোলাহাট এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কুলি শ্রমিকদের নিয়োগকর্তা সে মর্মে কোন প্রামান্য রেকর্ডপত্র দেওয়া হয় নাই, (৩) প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগন প্রকৃত পক্ষে কুলি শ্রমিক এবং তাহাদের মোট সংখ্যা সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করা হয় নাই। ইহাছাড়া বিভিন্ন সুত্রে জানা যায়, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগন ইটাখোলা হাটের কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নহেন"। উল্লেখ্য যে প্রতিপক্ষ কর্তৃক পূর্বে উল্লেখিত আপত্তিতে অত্র বিষয়গুলির কোন অন্তর্ভুক্তি নাই। প্রতিপক্ষ কর্তৃক পূর্বের আপত্তির ৫ দফায় শুধুমাত্র উল্লেখ থাকে যে আবেদনকারী ইউনিয়নের কোন সদস্য অন্য কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য আছে কিনা তাহার একটি প্রত্যায়ন প্রত্র দাখিল করিতে হইবে। আপীলকারী পক্ষ উক্ত পূর্বে উত্থাপিত ৫ দফার আপত্তি নিষ্পত্তিতে এই মর্মে প্রত্যায়ন করেন যে, তাহাদের ইউনিয়নের সদস্যগন শিল্প ও বণিক সমিতি, ইটাখোলা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট এর অধীনস্থ শ্রমিক। তাহাদের কোন শ্রমিকই অন্য কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষ পরবর্তীতে ৩ দফার আপত্তি উত্থাপনে আপীলকারী পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যান করেন। প্রতিপক্ষ পক্ষে উক্ত আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যানের পূর্বে উল্লেখিত আপত্তির বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য আপীলকারী পক্ষকে কোন সুযোগ প্রদান করা হইয়াছিল এইমর্মে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আপীলকারী পক্ষকে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোন

সুযোগ না দিয়া একতরফাভাবে রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়, যাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। উক্ত আপত্তির বিষয়ে আপীলকারী পক্ষ তাহাদের দরখাস্তে নিজ বক্তব্য পেশ করেন যাহা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিপক্ষের বিবেচ্য। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় অত্র মোকদ্দমা চলাকালীনে জনৈক আজিজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইটাখোলা হাট বাজার আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, জয়পুরহাট প্রতিপক্ষভুক্ত হন। কিন্তু পরবর্তীতে অত্র মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকেন। প্রতিপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি আপীলকারীপক্ষের বক্তব্য মতে যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা গেল। তাহারা মৌখিকভাবে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেন।

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র আপীল মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর করা গেল। ২য় পক্ষকে তাহার ২৭-১১-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/প্রঃ/৯৬/১৬২৮ নং স্মারকে (প্রদঃ-৯) বর্ণিত আপত্তি বিষয়ে আপীলকারীর পক্ষের বক্তব্য যথাযথ না হইলে উল্লেখিত আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুযোগ প্রদানে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মালিক পক্ষ।
২। জনাব আকতার হোসেন বাদল, শ্রমিক পক্ষ।

ফৌজদারী মামলা নং-১৪/৯৩

মোঃ মোজাম্মেল হক, বিলুপ্ত ঘোষিত দিনাজপুর জেলা ট্রাক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-২৪৫ এর সাধারন সম্পাদক, বর্তমান ঠিকানা-সহ সভাপতি, দিনাজপুর মোটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ১১৬৭, সাং-ইউনিয়ন অফিস সুইহাড়ী, থানা-কোতয়ালী, জেলা-দিনাজপুর—বাদী।

বনাম

১। মোঃ আঃ খালেক, পিতা-মৃত জসিম উদ্দিন, সাং-উপশহর,
২। রমজান আলী, পিতা-মৃত বৈশাগু, সাং-ছোট গুড়গোলা, থানা-কোতয়ালী,
৩। রফিকুর রহমান (মুন্নু), পিতা-আঃ সমাদ, সাং-বিরামপুর থানা-বিরামপুর,

৪। আফাজ উদ্দিন, পিতা-মৃত খুপু মোহাম্মদ, সাং-বালুবাড়ী, থানা-কোতয়ালী,

৫। ইদ্রিস আলী, পিতা-দলিল উদ্দিন, সাং-দক্ষিণ দেবীপুর থানা-ঘোড়াঘাট,

৬। ক্ষিতিশ চন্দ্র অধিকারী, পিতা-শ্রী রমেশ চন্দ্র অধিকারী, সাং-বাসুনিয়া পটী, দিনাজপুর, থানা কোতয়ালী,

৭। মোহাম্মদ আলী, পিতা-মোমিন উদ্দিন খান সাং-বালুয়া ডাঙ্গা থানা-কোতয়ালী,

৮। আজিমুদ্দিন বাঙ্গাল, পিতা-নইমুদ্দিন, সাং-কাঞ্চন হাট, থানা-বিরোল,

৯। রেজাউল ইসলাম (রেজু), পিতা-আজিজার রহমান, সাং-রামনগর, দিনাজপুর কোতয়ালী,

১০। আজাহার আলী, পিতা-সোহরাব আলী, সাং-বলেয়া, থানা-কাহারোল,

১১। এরফান আলী, পিতা-মহিরুদ্দিন, সাং-পাটুয়াপাড়া, কোতয়ালী,

১২। হাসান আলী, পিতা সাং-মুরসিদ হাট, থানা-বোচাগঞ্জ,

১৩। আনোয়ার হোসেন লাবু, পিতা-শামসুল হক, সাং-মুরসিদ হাট, থানা বোচাগঞ্জ,

১৪। নুরুন নবী, পিতা গহির উদ্দিন, সাং কাঞ্চন কলোনী, থানা কোতয়ালী, সর্বজেলা দিনাজপুর।

১৫। হাশিমুদ্দিন, পিতা-আলী আকবর, সাং-ছোট গুড় গোলা,

১৬। হাশিম আলী, পিতা-আলহাজ জাকির আলী, সাং-পাটুয়াপাড়া,

১৭। এম, এন, ফজলুল করিম, পিতা-মৃত শুকুর মণ্ডল, সাং-শাকরী,

১৮। মো: নুরুল ইসলাম, পিতা-মৃত শামসুদ্দিন, সাং-মাঝাভাংগা,

১৯। মো: আফসার আলী, পিতা-সলেমান, সাং-করিমুল্যাপুর,

২০। মো: আবুল হোসেন, পিতা-জয়নাল আবেদান, সাং-বালুবাড়ী,

২১। মো: মাহতাব উদ্দিন, পিতা-আফতাব উদ্দিন, সাং-সুইহাড়ী,

২২। মো: বহির উদ্দিন, পিতা-মৃত এলাহী বক্স, সাং-কুমার পাড়া-বালুবাড়ী,

২৩। মো: মোত্তাহার আলী, পিতা-মাহতাব আলী, সাং-চক কাঞ্চন,

২৪। মো: আবদুর রউফ বাচ্চু, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-বড় বন্দর,

২৫। মো: আবু তালেব, পিতা-গহির উদ্দিন তালুকদার, সাং-কাঞ্চন কলোনী,

২৬। মো: তোরাব আলী, পিতা-মেহেরাব আলী, সাং-লালবাগ,

২৭। মো: ওসমান গনি, পিতা-বেড় মিয়া, সাং-নশিপুর,

২৮। মো: নুরুজ্জমান চৌধুরী বাবলু, পিতা মৃত সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা চৌধুরী, সাং-কালিতলা, থানা-কোতয়ালী, জেলা-দিনাজপুর—আসামীগণ।

প্রতিনিধি : ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৫৯, তারিখ ১২-৪-৯৮।

অদ্য মামলাটি আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। পুর্বেই কোর্ট গঠিত হইয়াছে।

The case is taken for order.

Complainant filed the above case against the accuseds U/s. 61(ka)/56/62 of I.R.O. The accuseds appeared and enlarged on bail. Thereafter the charge was framed against the accuseds and the case was fixed for trial. But since the framing of the charge on 9-6-97 the complainant took several adjournments and on the date of hearing on 3-3-98 the complainant was found absent and his engaged lawyer having present in the Court declines to take any step. It's a long pending case. We find no reason to proceed with the case.

Hence, it is,

ORDERED

That the case is disposed of accordingly & the accuseds are discharged. They are also release from the bail bonds.

Md. Shawkat Hossain
12-4-98
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

ফৌজদারী মামলা নং-৫/৯৭

মো: জিল্লুর রহমান (ওভারশিয়ার), পিতা-মৃত জহির উদ্দিন মিঞা, সাং-বড় গোঁজা, থানা-উল্লাপাড়া, জেলা-সিরাজগঞ্জ, সাধারন সম্পাদক পাবনা চিনিকল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, দাশুরিয়া, (রেজি: নং রাজ-১৪৫৪), থানা ঈশ্বরদী,জেলা পাবনা—বাদী।

বনাম

১। মো: আরিফুল রহমান (ক্রিষ্টেলাইজার হেলপার মৌসুমী),
পিতা-আতিয়ার রহমান, সাং-শাহপুর, ডাক-শাহপুর, থানা-ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা,

২। মো: নুরুল ইসলাম (সিনিয়র প্যান ম্যান মৌসুমী),
পিতা-ফজলুল হক, সাং ও পোষ্ট-সিংহ ঝুলি, থানা-চৌগাছা, জেলা-যশোহর,

৩। মো: জহির উদ্দিন, অফিস সহকারী (স্থায়ী), পিতা-মৃত আনুমিয়া,
সাং-রসুলপুর, ডাক-সদর রসুলপুর, থানা ও জেলা-কুমিল্লা,

৪। নুর মোহাম্মদ, সহফিটার (স্থায়ী), পিতা-মৃত মতিয়ার রহমান,
সাং-চিরুপাড়া, ডাক-গোপালপুর, থানা-লালপুর, জেলা-নাটোর,

৫। মিজানুর রহমান, প্যান হেলপার (মৌসুম), পিতা-মকছেদ আলী মোল্লা,
সাং-সুয়দি, ডাক-সাকদাপুর, থানা-কোটচাঁদপুর, জেলা-যশোর

৬। গিয়াস উদ্দিন, জ্যে: করণিক (স্থায়ী), পিতা-খোন্দকার গোলাম উদ্দিন,
সাং-কমলাপুর, ডাক, থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া,

৭। আ: বাতেন জুনিয়র প্যানম্যান (মৌসুমী), পিতা-আলী নেওয়াজ ভুইয়া,
সাং-গকুলনগর, ডাক-চরশিন্দুর, থানা কালীগঞ্জ, জেলা-নরসিংদী,

৮। মখলেছুর রহমান বয়লার এ্যাটেনডেন্ট (স্থায়ী),
পিতা-ওকিব উদ্দিন মন্ডল, সাং-নিস্তিপাড়া, ডাক, থানা ও জেলা-জয়পুরহাট,

৯। আ: হামিদ, সারেং (স্থায়ী), পিতা-মৃত হয়েজ উদ্দিন সরকার,
সাং-বাহেরচর ঘোলদাগ, ডাক-ভেড়ামারা, থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া

১। আ: হামিদ মোল্লা, ওয়েলম্যান (মৌসুমী), পিতা--আজাহার আলীমোল্লা
সাং-বহেরচর বারদাগ, ডাক-ভেড়ামারা, থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া,

১। আ: কুদ্দুস (খালাসী স্থায়ী পদ) পিতা-মৃত মোহাম্মদ ভুঁইয়া,
সাং-কালিয়াচাপড়া, ডাক-মাইজহাটি, থানা ও জেলা কিশোরগঞ্জ,

সকলেই সাধারণ সম্পাদক, পাবনা চিনিকল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
রেজি: নং রাজ-১৪৫৪ এবং পাবনা চিনিকলে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারী—আসামীগণ

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব মো: রফিকুল ইসলাম (বকুল), আসামী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং-১৩, তারিখ ১/৪/৯৮

অদ্য মামলাটি বিচারের জন্য দিন ধার্য আছে। ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১১ নং আসামীগণ আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি হাজিরা প্রদান করেন। ৪ ও ১০ নং আসামীগণ অনুপস্থিত থাকায় নিযুক্ত আইনজীবি সময়ের আবেদন করেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী দরখাস্তে বর্ণিত হেতুবাদ মূলে উল্লেখ করিয়াছেন যে বাদী ও আসামীগণ আদালতের বাহিরে আপোষ নিমাংসা করায় বাদী ও আসামীগণের স্বাক্ষরিত আবেদনে আসামীগণকে অব্যাহতি দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। বাদীর হলফান্তে কোর্টে জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওাকতার হোসেন বাদল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

The case is taken for order.

The Complainant Mr. Zillur Rahman submits before the Court that he will net procaced with the case and made his deposition to that effect.

Hence, it is,

ORDERED

That the case is disposed of accordingly. The accuseds are discharged and released from their bail bonds.

Md. Shawkat Hossain
1.4.98
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

পি, ডব্লিউ, মামলা নং-১/৯৮

দরখাস্তকারী: মোঃ আব্দুস সাত্তার, পিতা মোঃ হাসান আলী,
সাং নুলাটোল, পোঃ রংপুর ৫৪০০, জেলা রংপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ১। মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এরিয়া ম্যানেজার, বি সি ল্যাঃ লিঃ,
মিতু ফার্মেসী, ষ্টেশন রোড, পোঃ রংপুর ৫৪০০, জেলা রংপুর।

২। এম, ডি, বি, সি, ল্যাবরেটরী লিঃ, ২৪/৩ তাজমহল রোড, (নিং রোড),
ব্লক সি-মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং-৪, তারিখঃ ১৯-৪-৯৮

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ অনুপস্থিত আছেন। অত্র মামলায় বাদীপক্ষ আইনজীবিও নিয়োগ করেন নাই। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা প্রদান করেন।

বাদীকে বার বার ডাকা সত্বেও পাওয়া গেল না।

অতএব,

আদেশ হয়,

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদবিরে খারিজ করা গেল।

স্বাঃ- মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সি,কেস নং-৩/৯৪

শ্রী সুধির চন্দ্র বর্মন, পিতা মৃত গংগারাম বর্মন,
সাং ও পোঃ খটখটিয়া, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর,
শ্রমিক, পিয়াসী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট, রংপুর————————দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আঃ মান্নান মিয়াজী, মালিক (ভাড়াটিয়া),
পিয়াসী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট, কাচারীবাজার রংপুর,

২। মিসেস রোকেয়া মোবাশ্বের, মালিক, পিয়াসী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট কাচারীবাজার, রংপুর।

৩। মোঃ আলতাফ হোসেন, সেভেন ইলেভেন নং-১০৭(নীচতলা),
১ম ব্লক, জেলা পরিষদ মার্কেট, রংপুর।

৪। মোঃ ফরজ উদ্দিন, হোটেল পিয়াসী, কাচারীবাজার(বার লাইব্রেরী), রংপুর—প্রতিপক্ষগণ

আদেশ নং- ৫২, তারিখ ২১/৪/৯৮।

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। বাদী অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলীও কোন আবেদন করেন নাই। প্রতিপক্ষগণ ও অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বাদীকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও পাওয়া গেল না।

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদবীরে খারিজ করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং- ১৬/৯৩

মোঃ আক্কেল আলী, পিতা-মৃত সমির আলী, সাধারন সম্পাদক,
রংপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ- ১১৬৩,
প্রধান কার্যালয় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রংপুর, জেলা রংপুর — বাদী।

বনাম

১। মোঃ রহিজুল ইসলাম, পিতা মৃত আবদুল হালিম,
প্রাক্তন সভাপতি, রংপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন,
সাং খলিপ্যাটারী, সাতপাড়া, পোঃ উপশহর,
থানা কোতয়ালী, জেলা দিনাজপুর,।

২। মোঃ আবুল কালাম, পিতা মোঃ আজিজার রহমান,
প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক, রংপর, জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন,
সাং তাজহাট, পোঃ মহিগঞ্জ, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর — আসামীদ্বয়।
প্রতিনিধিগণ :- ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ৫৯ তারিখ ১৫-৪-৯৮

অদ্য মামলাটি আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কজলুর রহমান অনুপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব মো: সেলিম উপস্থিত আছেন। পূর্বেই মামলাটি কোর্ট গঠন আছে।

The case is taken for order. This is a Criminal case filed U/Ss 61 and 62 of Industrial Relations Ordinance.

The case of the plaintiff in brief is that Rangpur District Motor Sramik Union is a regd. Union and the accuseds were the elected President and Secretary and they conducted the activities of the Union from 7.4.90 to 15.10.90. That subsequently according to the provision of Industrial Relations Ordinance and its constitution general election held on 30.12.92.and the 23 members executive committee was elected including the plaintiff as a Ceneral Secretary and accordingly the result is informed to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi. that the accuseds did not hand over the charge of the Union and submit it its papers as well as accounts on repeated demonds of the planitiff and as such for violating the provision of Ss. 61 and 62 of Industrial Relations Ordinance, the plaintiff has filed the present case.

The accused appeared and enlarged on bail and afterwards charge framed in their absence and date fixed for trial. The accused subsequently appeared and again enlarged on bail. The case was fixed for trial for several times and almost all the time the plaintiff took adjournments on different grounds.

It is a long pending case since 1993. Such repeated adjournments can't be appreciated. Rather it casts serious question of the court's activities. By the conduct of the party it is presumed that the plaintiff is not at all interested to proceed with the case. It is for this reason he did not even appear on 31-3-98 when it was fixed for order after rejecting the adjournment prayer we are to remember the old maxim "justice delayed justice denied".

With the above observation we are now in mind that the plaintiff has lost his interest to proceed with case. As a result the accuseds are entitled to get discharge.

Hence, it is

ORDERED

That the accuseds are discharged from the alleged charge. They are released from their bail-bonds.

Md. Shawkat Hossain
15-4-98
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

অভিযোগ মামলা নং ৫/৯৭

মোঃ আবু তালেব, নিরাপত্তা হাবিলদার,
প্রশাসন বিভাগ, রংপুর চিনিকল লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।—প্রার্থক।

বনাম

১। রংপুর চিনিকল, লিঃ মহিমাগঞ্জ গাইবান্ধা,

২। মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি: ১। জনাব এ,কে,এম, হাফিজুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ১০, তারিখ ২১/৪/৯৮।

অদ্য মামলাটি দরখাস্ত শুনানী ও দরখাস্তকারীর বক্তব্য শুনার জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌসলীও কোন আবেদন করেন নাই। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা প্রদান করেন। অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব ফজলুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব আঃ সাত্তার তারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বাদীকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও পাওয়া গেলো না,

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদবিরে খারিজ করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান।
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১২/৯৬

শ্রী কার্তিক চন্দ্র সরকার (বড়া), মুলাটোল, পোঃ ও জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ডিপো ইনচার্জ আমিন ইন্টারপ্রাইজ, বাটুল সাহেবের বাড়ী, মুলাটোল, পোঃ ও জেলা রংপুর।

২। এ,এম,ও, আমিন ইন্টারপ্রাইজ, নাছির আহম্মেদ সাহেবের বাড়ী, কৈগাড়ী ক্যান্টনমেন্ট পোঃ ও জেলা বগুড়া।

আদেশ নং ২১, তারিখ ২৭-৪-৯৮।

বাদীপক্ষে বিজ্ঞ কৌসলীকে আদেশ দেখানো হয়। বাদীপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় কোন হাজিরা বা আবেদন করেন নাই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ইসমাইল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব আকতার হোসেন বাদল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

দেখিলাম। বাদীপক্ষে আর কোনরূপ তদবীর গ্রহণ করা হয় নাই।

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদবীরে খারিজ করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং-১৫/৯৩

মোঃ মোজাম্মেল হক, সাধারণ সম্পাদক,
বিলুপ্ত ঘোষিত দিনাজপুর জেলা ট্রাক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-২৪৫) এবং বর্তমানে সহ-সভাপতি,
দিনাজপুর মটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-১১৬৭,
সাং-ইউনিয়ন অফিস, সুইহাড়ী, দিনাজপুর—বাদী।

বনাম

১। মোঃ হাসিমুদ্দিন, পিতা আলী আকবর, সাং ছোট গুড়গোলা,
২। হাসিম আলী, পিতা আলহাজ জাকির আলী, সাং পাটুয়াবাড়ী,
৩। এম, এন, ফজলুল করিম, পিতা মৃত শুকুর মণ্ডল, সাং শাজকী,
৪। মোঃ নুরুল ইসলাম, পিতা মৃত শামসুদ্দিন, সাং মাঝাভাংগা,
৫। মোঃ আফসার আলী, পিতা সলেমান, সাং করিমুল্যাপুর,
৬। মোঃ আবুল হোসেন, পিতা জয়নাল আবেদীন, সাং বালুবাড়ী,
৭। মোঃ মাহতাব উদ্দিন, পিতা আফতাব উদ্দিন, সাং সুইহাড়ী,
৮। মোঃ ছছির উদ্দিন,পিতা মৃত এলাহী বক্স, সাং কুমারপাড়া বালুবাড়ী,
৯। মোঃ মোতাহার আলী, পিতা মাহতাব আলী, সাং চক কাঞ্চন,
১০। মোঃ আবু বাক্কার সিদ্দিক, পিতা আফাজ উদ্দিন, সাং করিমুল্যাপুর,
১১। মোঃ আবদুর রউফ বাচ্চু, পিতা অজ্ঞাত, সাং বড় বন্দর,
১২। মোঃ আবুল তালেব, পিতা কছির উদ্দিন, সাং কাঞ্চন কলোনী,
১৩। মোঃ তোরাব আলী, পিতা মেহেরাব আলী সাং লালবাগ,
১৪। মোঃ ওসমান গনি, পিতা বেড়ু মিয়া, সাং নশিপুর,
১৫। মোঃ দুলাল, পিতা অজ্ঞাত, সাং কালিতলা,
১৬। মোঃ আঃ খালেক, পিতা মৃত জসিম উদ্দিন, সাং উপশহর,
১৭। মোঃ নুরুজ্জামান চৌধুরী, পিতা গোলাম মোস্তফা,
সাং কালিতলা, সর্বথানা কোতয়ালী, জেলা দিনাজপুর—আসামীগণ।

প্রতিনিধিগণ:১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। সাইফুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং-৫৭, তারিখ ২৬-৪-৯৮।

অদ্য মামলাটি আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও আসামী পক্ষ অনুপস্থিত আছেন। অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব ইসমাইল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব আকতার হোসেন বাদল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬১ ধারায় আসামীদের বিরুদ্ধে অত্র অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করেন। আসামীপক্ষ আদালতে উপস্থিত হন এবং জামিন লাভ করেন। পরবর্তীতে ৯-৬-৯৭ ইং তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এবং মোকদ্দমা বিচারের জন্য গৃহীত হয়। বাদীপক্ষ বিচারকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে সময়ের প্রার্থনা করেন। অতপর গত ৩০-৩-৯৮ ইং তারিখে বাদী বিনা তদবীরে গরহাজির থাকেন। বাদীর নিযুক্তীয় কৌশলীও মোকদ্দমায় কোন তদবীর গ্রহন করিবেন না মর্মে আদালতকে অবহিত করেন। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদী পক্ষ অত্র মোকদ্দমা পরিচালনায় আগ্রহী নহেন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে বাদী পক্ষের মোকদ্দমা পরিচালনার আর কোন আগ্রহ না থাকায় তাসামীগণকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান সমীচীন।

অতএব,

আদেশ হয়

যে উপরোক্ত অবস্থাধীনে আসামী মোঃ হাসিমুদ্দিন, হাসিম আলী, এম, এন, ফজলুল করিম, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ আফসার আলী, মোঃ আবুল হোসেন, মোঃ মাহতাব উদ্দিন, মোঃ বছির উদ্দিন, মোঃ মোতাহার আলী, মোঃ আবু বাক্কার ছিদ্দিক, মোঃ আব্দুর রউফ বাচ্চু, মোঃ আবুল তালেব, মোঃ তোরাব আলী, মোঃ ওসমান গনি, মোঃ দুলাল, মোঃ আঃ খালেক এবং মোঃ নুরুজ্জামান চৌধুরীকে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬১ ধারায় দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল। আসামীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ইস্যু করা হইলে তাহা তলব দেওয়া হউক। আসামীদের জামিনদারগণকে তাহাদের নিজ নিজ জামিনের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯৮

পি, ডব্লিউ, মামলা নং ৩/৯৭

মো: শামসুজ্জামান (বিপ্লব), পিতা শামিউল্লাহ, সাং মেডিকেল পূর্বগেট, বুড়ির হাট রোড, পোং রংপুর ৫৪০০, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মো: লিয়াকত আলী (দোলন) মালিক, দোলন ফার্মাসি সাং মেডিকেল পূর্বগেট, বুড়িরহাট রোড, পো: রংপুর ৫৪০০, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব এফ,ই, এম আসাদুজ্জামান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারায় আনীত মোকাদ্দমা।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারী মো: শামসুজ্জামান ওরফে বিপ্লব এই মর্মে মোকাদ্দমা দায়ের করেন যে তিনি প্রতিপক্ষ মো: লিয়াকত আলী (দোলন) কর্তৃক পরিচালিত দোলন ফার্মাসী, মেডিকেল পূর্বগেট, বুড়িহাট রোড, রংপুরে সর্বসাকুল্যে ২,০০০ টাকা বেতন, নাস্তা ও ২ বেলা খাওয়াসহ ১-৮-৯০ ইং তারিখে বিক্রেতা পদে নিয়োগ লাভ করেন। দরখাস্তকারী উক্ত নিয়োগ লাভের তারিখ হইতে সততা ও নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতে থাকেন। দরখাস্তকরীর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিপক্ষ তাহাকে মাঝে মধ্যে জামাকাপড় বখশিস দিতেন। দরখাস্তকারী উৎসাহের সহিত নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতে থাকেন। দরখাস্তকারীর সংসারিক অবস্থা ভাল না থাকায় দরখাস্তকারী তাহার বাবাকে বলেন যে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা নগদ গ্রহণে সংসার চালান এবং পরে বিক্রী টাকা এক সংগে লইয়া জমা বা দোকান লইয়া কিছু একটা করিতে পারিবেন। দরখাস্তকারী ও তাহার পিতা সরল বিশ্বাসে ভবিষ্যতের আশায় প্রতিপক্ষের কথায় বিশ্বাস করিয়া ১-৮-৯০ ইং তারিখ হইতে ২০০০ টাকা বেতনের মধ্যে ৫০০ টাকা নগদ গ্রহণকরিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী ও তাহার বাবাকে বলেন যে, টাকার দরকার হইলে এক মাস পূর্বে জানাইবেন। দরখাস্তকারীর পিতা জমিজমার খোজ পাইয়া দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে সব টাকা লইয়া আসিতে বলেন এবং সেই অনুপাতে দরখাস্তকারী ২-২-৯৭ ইং তারিখে প্রতিপক্ষকে তাহার বকেয়া পাওনা টাকা প্রদানের অনুরোধ করিলে প্রতিপক্ষ আজ দিব কাল দিব করিয়া সময় ক্ষেপন করিতে থাকেন। দরখাস্তকারী ২-৩-৯৭ ইং তারিখে পুনরায় টাকার জন্য অনুরোধ করিলে

প্রতিপক্ষ অশালীন ভাষায় তাহাকে গালিগালাজ করেন এবং এক পর্যায়ে তাহার জামাকাপড় ছিড়িয়া দরখাস্তকারীর পাওনা ১,১৭,০০০ টাকা পরিশোদ না করিয়া, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া এবং কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই বেআইনী ভাবে ও মৌখিকভাবে দরখাস্তকারীকে ২-৩-৯৭ ইং তারিখে বরখাস্ত করেন। চাকুরীই ছিল দরখাস্তকারীর জিবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ। অর্থাভাবে দরখাস্তকারী পরিবার পরিজন লইয়া অতীব কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। অতঃপর দরখাস্তকারী ১৪-৩-৯৭ ইং তারিখে প্রিভান্স দরখাস্ত প্রতিপক্ষ বরাবর রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করেন কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। দরখাস্তকারী পূর্বে অন্য প্রতিষ্ঠানে বিক্রেতা পদে চাকুরী করিতেন। প্রতিপক্ষ বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন ও প্ররোচনা দিয়া দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষের নিজ দোকানে লইয়া আসেন। উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী দরখাস্তকারীর চাকুরীচ্যুতি টার্মিনেশন বটে। প্রতিপক্ষের কথা অনুযায়ী দরখাস্তকারীর মাসিক ২,০০০/- টাকা বেতন হিসাবে ১-৮-৯০ তারিখ হইতে ১-৩-৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত অপরিশোধিত ১৫০০/- টাকা হিসাবে ৭৮ মাসের বেতন, ১২০ দিনের নোটিশ বেতন, অর্জিত ছুটি প্রতি বৎসরে আনুমানিক একমাস, ক্ষতিপূরণ প্রতি বৎসরে এক মাস এবং উৎসব ছুটি প্রতি বৎসরে ১০ দিন পাইতে হকদার। উল্লেখ্য যে দরখাস্তকারীকে কোন সময় অর্জিত ছুটি ও উৎসব ছুটি ভোগ করিতে দেওয়া হয় নাই। দরখাস্তকারী তাহার প্রাপ্যতার বিবরণ ভিন্ন তফসীলে প্রদান করেন। দরখাস্তকারী তফসীলে বর্ণিত ১,৫৪,৯৮০/- টাকার দাবীতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির হন এবং এজাহার করেন যে বাদীর মোকদ্দমা করার কোন কারন নাই, বাদীর অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে অচল।

প্রকৃত বৃত্তান্তে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারী তাহার আপন ফুফাত ভাই। দরখাস্তকারীর পিতার আর্থিক অবস্থা সংকটাপন্নের কারণে দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ ১৯৮৭ ইং সালে রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন এবং দরখাস্তকারীর লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করেন এবং এক পর্যায়ে দরখাস্তকারীকে নিজ বাড়ীতে রাখিয়া লেখাপড়ার করার সুযোগ করিয়া দেন। দরখাস্তকারী অনুরূপভাবে প্রতিপক্ষের খরচে সাধারন বিজ্ঞান বিভাগে রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে ১৯৯৪ ইং সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় রাজশাহী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এস, এস, সি, সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাহার জন্ম তারিখ ১৪-১০-৭৬ ইং এবং এজাহারী ১-৮-৯০ ইং তারিখে তাহার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বৎসর। ১-৮-৯০ তারিখে দরখাস্তকারী একজন নিয়মিত ছাত্র ছিল। প্রতিপক্ষের দোকানে ২০০০/- টাকা বেতনে চাকুরীর করার কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেন এবং প্রতিপক্ষের নিকট দরখাস্তকারী এককালীন ২৫,০০০/- টাকা রংপুর কলেজে ভর্তির সময় চাহিয়া ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিপক্ষকে হয়রানীর উদ্দেশ্যে মিথ্যা এজাহারে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বিচার্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে কি না?

২। অত্র মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত কি না?

৩। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের দোকানে নিয়োগকৃত কর্মচারী কিনা এবং এআহারী তফশীলে বর্ণিত মতে বকেয়া মজুরী পাইতে হকদার কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় ১-৩

আলোচনার সুবিধার জন্য সকল বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল। বাদী পক্ষ অত্র মোকদ্দমায় ১ নং সাক্ষী হিসাবে নিজ সাক্ষ ও ২ নং সাক্ষ্য হিসাবে মো: আবদুস সালামের সাক্ষ্য সহ প্রদর্শনী-১ প্রিভাকা পিটিশন,প্র প্রদর্শনী-২-২ (১) রেজিষ্ট্রী ডাক রশিদ, ৩-৩-(১) প্রাপ্তি স্বীকার পত্র এবং ৬-৬ (৪) সনদপত্র আদালতে উপস্থাপন করা হয়। প্রতিপক্ষ পক্ষে প্রতিপক্ষ নিজ সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং প্রদর্শনী-(ক) বাদীর এস, এস, সি পাশের প্রশংসা পত্র, (খ) রংপুর উচচ বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র এবং (গ) রংপুর সরকারী কলেজের প্রশংসা-পত্র আদালতে দাখিল করেন। বাদী আদালতে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানে উল্লেখ করেন যে তিনি প্রতিপক্ষের দোলন ফার্মেসীতে ১-৮-৯০ ইং তারিখ থেকে নাস্তা ও দুই বেলা খাওয়াসহ মাসিক ২০00/-টাকা বেতনে নিয়োগ লাভ করেন এবং প্রতিপক্ষ তাহাকে ৫00/-টাকা নগদ প্রদান করেন এবং মাসিক ১৫00৲-টাকা ভবিষতে একযোগে দরখাস্তকারীর প্রয়োজনে প্রদানের অংগীকারে নিজ হেফাজতে রাখেন। অতঃপর দরখাস্তকারী ২-২-৯৭ ইং তারিখে তাহার উক্ত সময়ের প্রাপ্য টাকা দাবী করিলে প্রতিপক্ষ আজ দিব কাল দিব করিয়া সময় ক্ষেপন করেন এবং অতঃপর ২-৩-৯৭ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর সহিত অশালীন ব্যবহার করেন এবং তাহাকে কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া বেআইনীভাবে ২-৩-৯৭ ইং তারিখে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারীর প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স নোটিস প্রেরণ করেন। অতঃপর প্রতিকার না পাওয়ায় দরখাস্তকারীর চাকুরীচ্যুতি টার্মিনেশন হেতু সর্বসাকুল্যে ১,৫৪,৯৮০/- টাকার দাবীতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর উক্তরূপ দাবী অস্বীকার করেন। প্রতিপক্ষ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে দরখাস্তকারী তাহার উল্লেখিত দোলন ফার্মেসীতে কখনও কর্মচারী ছিলেন না, তিনি কর্মচারী হিসাবে তাহাকে কখনও নিয়োগ প্রদান করেন নাই এবং অনুরূপভাবে বেতন পরিশোধের অংগীকার করেন নাই।

প্রার্থী পক্ষ তাহাকে নিয়োগ কিংবা চাকরীচ্যুতির সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণ দাখিলে সমর্থ হন নাই। প্রার্থী পক্ষ তাহার উক্তরূপ চাকুরীর সমর্থনে ২নং সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি, মেডিকেল পূর্বগেট, রংপুর, পিয়ারা ফার্মেসী, মেডিকেল পূর্বগেট, রংপুর, মেসার্স খান কনষ্ট্রাকশন, প্রোঃ-বি,কে, এম, তানবিরুর হোসেন, ধাপ,

চিকলিভাটা, রংপুর, সুপার মেডিসিন কর্নার, মেডিকেল পূর্বগেট, বুড়িরহাট রোড, রংপুর এন্তাজুল ষ্টোর, প্রোঃ-মোঃ আফছার উদ্দিন, মেডিকেল পূর্বগেট, রংপুর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করেন। উক্ত প্রত্যায়ন পত্রকারীদের মধ্যে কাহাকে ও স্বাক্ষী মান্য করা হয় নাই। ফলতঃ বাদীর নিজ জবানবন্দীতে উক্তরূপ প্রত্যায়ন পত্রের কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্যতা নাই। প্রতিপক্ষ আদালতে জবানবন্দী প্রদানে বাদীর দাবী অস্বীকার করেন। প্রতিপক্ষ নিজ জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে বাদী কখনও তাহার দোকানে কর্মচারী ছিলেন না। তিনি দাবী করেন যে বাদীর পিতা আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে এবং বাদী তাহার ফুফাত ভাই হওয়ার কারণে বাদীর পিতার অনুরোধে বাদীকে নিজ বাড়ীতে রাখিয়া তাহার পড়াশুনার সুযোগ করিয়া দেন। বাদী প্রতিপক্ষের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া নিয়মিত ছাত্র হিসাবে রংপুর উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এস, এস, সি, পরীক্ষা প্রদান করেন এবং উত্তীর্ণ হন এবং অতঃপর রংপুর সরকারী কলেজে ১৯৯৪-৯৫ সালের একজন নিয়মিত ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন করেন। প্রতিপক্ষ তৎসমর্থনে আলেখ্য ক হইতে গ দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের উক্ত জবানবন্দী এবং আদালতে দাখিলী কাগজাদি বাদী পক্ষে চ্যালেঞ্জ করা হয় নাই। ফলতঃ প্রতিপক্ষের পক্ষে আদালতে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য স্বীকৃত দেখা যায়। বাদী পক্ষ কোনরূপ কারণ ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণকালে এবং পরবর্তীতে যুক্তি শুনানীর দিনে ও গরহাজির থাকেন

বাদী একজন প্রতিপক্ষের অধীন কর্মচারী তাহা আদালতে সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় না অনস্বীকার্য যে মোকদ্দমা প্রমাণের দায়িত্ব বাদী পক্ষের। প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যকে নেকাবেলা না করায় স্বীকৃতাংশে বাদীর মোকদ্দমা ব্যর্থরূপ লাভ করের। বাদী প্রতিপক্ষের অধীনে একজন কর্মচারী তাহা প্রমাণিত না হওয়ায় তাহার প্রাপ্যতা বিষয়ে আলোচনার আর যথার্থতা দেখা যায় না বিচার্য বিষয় ১ ও ২ বিষয়ে প্রতিপক্ষ পক্ষে কোন আপত্তি না থাকায় উক্ত বিষয় ২টি বাদীর পক্ষের অনুকূলে এবং বিচার্য বিষয় ৩ বাদীর প্রতিকূলে নির্ণয় করা গেল।

অতএব,

আদেশ হয়

যে অত্র মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হয়।

মোঃ শওকত হোসেন

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী

সদস্যগণ :- ১। জনাব মো: ফজলুর রহমান, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মো: কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ০৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮।

আই, আর, ও' মামলা নং-২৪/৯৭

রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী———১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারন সম্পাদক,
রংপুর জেলা অটোটেম্পু/বেবী টেক্সী মালিক সমিতি,
(রেজি: নং রাজ-৮০৭), সহীদ মোবারক স্বরণী, রংপুর———২য় পক্ষ

প্রতিনিধিগণ :- ১। জনাব এস,এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান, ২য় পক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ১০(২) ধারায় আনীত মোকাদ্দমা।

১ম পক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এই মর্মে মোকদ্দমা দায়ের করেন যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সর্ম্পক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ২১ নং ধারা অনুযায়ী প্রতি বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের একটি হিসাব বিবরণী ১৯৭৭ সনের শিল্প সম্পর্ক বিধিমালার ১৩ নং বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে পরবর্তী বছরের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের বরাবর দাখিল করিবার বিধান রহিয়াছে। কিন্তু ২য় পক্ষ রংপুর জেলা অটোটেম্পু/বেবী টেক্সি মালিক সমিতি (রেজি: নং রাজ-৮০৭) এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৮-৮-৯২ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর হইতে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৯৯৪ হইতে ১৯৯৬ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করা হয় নাই। উক্তরূপ কারণে ২য় পক্ষের প্রতি ১ম পক্ষের কার্য্যালয়ের ৫-৩-৯৭ ইং তারিখের ৫৪৮ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে ২য় পক্ষের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও ২য় পক্ষ কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। ২য়পক্ষ উক্ত বিধান লংঘন করায় রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের নিমিত্ত ১ম পক্ষ অত্র মোকাদ্দমা দায়ের করেন।

২য় পক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির পূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করেন। লিখিত জবাবে তাহারা স্বীকার করেন যে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পর হইতে এই সমিতি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। সমিতির সাধারন সদস্যগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ায় এবং সদস্যগনের মধ্যে কার্য নির্বাহী কমিটি প্রসংগে কোন আপত্তি না থাকায় পরবর্তী সময়ে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয় নাই। বিধি বিধানের অজ্ঞতার কারণে উক্তরূপ ত্রুটি সংঘটিত হয়। উক্তরূপ ত্রুটির জন্য ২য় পক্ষ দুঃখ প্রকাশ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কোন ত্রুটি করিবেনা মর্মে অংগীকার ব্যক্ত করা হয়। কার্য নির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণে সমিতির বার্ষিক রিটার্ন যথাসময়ে দাখিল করা হয় নাই। পরবরর্তীতে ১৯৯৪, ৯৫ ও ৯৬ সনের বার্ষিক রিটার্ন একযোগে ১ম পক্ষের দপ্তরে ১৭-৬-৯৭ ইং তারিখে জমা প্রদান করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে রিটার্ন দাখিল করিতে কোন বিলম্ব ঘটিবেনা মর্মে ব্যক্ত করা হয়। মানবিক কারণে উক্ত ত্রুটিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করতঃ সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করেন।

বিচার্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা আইনগতভাবে রক্ষনীয় কি না?

২। ২য় পক্ষ যথাসময়ে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল ও নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়াছেন কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় ১ ও ২

আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে গৃহীত হইল। ১ম পক্ষের বক্তব্যে যে রিটার্ন যথাসময়ে দাখিল না করায় এবং নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় ১ম পক্ষের কার্যালয়ের ৫-৩-৯৭ ইং তারিখের ৫৪৮ নং স্মারকে সূত্রে ২য় পক্ষকে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ২য় পক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় ১ম পক্ষ অত্র মোকাদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত বিষয়ে ২য় পক্ষে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই। শুনানীকালে কোন বক্তব্য পেশ করা হয় নাই। অনুরূপ অবস্থায় মোকাদ্দমাটি আইনগতভাবে রক্ষনীয় এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

স্বীকৃত যে ২য় পক্ষ নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ১৯৯৪, ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সনের বার্ষিক রিটার্ন ১ম পক্ষের দপ্তরে দাখিল করেন নাই। ২য় পক্ষ তাহা অকপটে স্বীকার করেন। দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পর্যালোচনায় দেখা যায় ২য় পক্ষ উক্ত সময়কালের বার্ষিক রিটার্ন অত্র মোকাদ্দমা চলাকালে ১ম পক্ষের কার্যালয়ে জমা প্রদান করেন এবং ১ম পক্ষের কার্যালয়ে উক্ত কাগজাদী ১৭-৬-৯৭ ইং তারিখে গ্রহণ করেন।

২য় পক্ষ নিজ ভাবে আরো স্বীকার করেন যে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে নির্বাচন বিষয়ে কোন আগ্রহ না থাকায় এবং বিধি বিধানের অজ্ঞতার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। ২য় পক্ষের কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় ২য় পক্ষ পরবরর্তীতে ২৪-১০-৯৭ ইং তারিখে সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন এবং একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করেন ২য় পক্ষ উক্ত নির্বাচনী ফলাফল ১ম পক্ষকে অবহিত করেন যাহা ২৮-১২-৯৭ ইং তারিখে গৃহীত হয়। প্রাথমিকভাবে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(২) ধারার বিধি বিধান প্রতি-পালিত না হইলেও পরবর্তীতে অত্র মোকাদ্দমা চলাকালে তাহা প্রতিপালিত হওয়ায়ে অভি-যোগটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করা যাইতে পারে। উপরোক্ত অবস্থা পর্যালোচনায় ২য় পক্ষ কর্তৃক পরবরর্তীতে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল হওয়ায়ে এবং নির্বাচন করার পরিপ্রেক্ষিতে ২য় পক্ষকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয়,

যে অত্র আই, আর, ও, মোকাদ্দমা দোতরফা সূত্রে নামঞ্জুর করা হইল।

১ম পক্ষ রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে রংপুর জেলা অটোটেম্পু/বেবীটেক্সী মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন নং রাজ-৮০৭ বাতিল করার অনুমতি দেওয়া গেল না। যাহা হউক, ২য় পক্ষকে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ও নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য সতর্ক করা হইল।

মোঃ শওকত হোসেন

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

Members :-1. Mr. Md. Ismail Hossain, for the Employer.

2. Mr. Kamrul Hassan, for the Labour.

Date of delivery of Judgment - 18t April, 1998.

Criminal Case No. 91/89

Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi — *1st Party*.

Versus

1. Mr. Md. Abdul Hamid Bhuiya, S/o. Abdul Jabbar Bhuiya, President, Sirajganj Zilla Truck Malik Samity, New Dhaka Road (Bazar Station), Sirajgonj ..

2. Mr. Md. Nurul Huda, S/o. Sayed Shamsul Huda, General Secretary, Sirajganj Zilla Truck Malik Samity, New Dhaka Road (Bazar Station), Sirajgonj — *2nd Parties.*

1. Mr. Md. Sirajul Alam, Representative for the Ist party.

JUDGMENT

This is a Criminal Case U/s 61(A) of Industrial Relations Ordinance, 1969.

The Ist party Registar or Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi filed the above Case against the 2nd parties with the complaint that the 2nd parties namely Mr. Md. Abdul Hamid Bhuiya, S/o. Abdul Jabbar Bhuiya and Mr. Md. Nurul Huda, S/o. Sayed Shamsul Huda representating them as President and General Secretary respectively have been conducting the activities of an unregistered Sirajganj District Truck Malik Samity in the District of the Sirajganj having its Head Office at New Dhaka Road (Bazar Station), Sirajganj under the jurisdiction of the present Court and collecting subscription illegally violating provisions of section 11 (Ka) (1) (2) of Industrial Relations Ordinance, 1969 and thus are liable to be punished U/s 61 (Ka) of the aforesaid Ordinance.

2nd parties appeared through Okalatnama and enlarged on bail considering complaint and other aspects the accuseds are charged U/s 61 (Ka) of I.R.O., 1969. The accds. pleaded innocent while read it over to them. Ist Party has examined two prosecution witnesses namely P.W.1 Md. Apeluddin and P.W.2 Md. Rafuqul Islam and produced two receipts market Exts. 1 and 1 (Ka). Accuseds have cross examined the above witnesses. After cross

exmined the above two witnesses the accuseds have been examined U/s 342 Cr. P.C. at which they pleaded their innocent and submitted their own statements an denied to adduce any witness on their behalf.

Now the only things to consider whether the accds. conducted un-registered trade union activities as alleged violating the provisions of section 11 (Ka) (1) (2) of Industrial Relations Ordinance, 1969 and thus are liable to punish U/s 61(A) of the said Ordinance.

Decisions and findings

Persued the complaind petition and the evidences adduced by the prosecution witnesses P.W.1 and P.W.2. We are to note that the complaint petition has been filed by the Registrar of Trade Unions, Rajshahi Division, Rajshahi, but surprising that none appears to support the complaint petition from the office of the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi. In a Criminal case Complainant is an important witness. His evidence is indispensable. We find no explanation on the record why position has withhold withholding such important witness cats serious ploud on the prosecution case.

It is obvious that P.W.1 is not an office staff of the Ist Party. He has stated that he is deposing on behalf of the Ist party. But in fact he is a general member of Sirajganj Truck Bandbastkari Sramik Union (Regn. No. Raj-337). He has stated that the accds. conducted Sirajganj District Truck Malik Samity and collected subscription giving printed receipts. He has also stated that there is a telephone number in the receipt which is the telephone No. of Accd. Md. Nurul Huda. He has further stated that the collecter of the receipt dated 25.9.89 recept No. 486 is one Azahar. He has identfied of the signature of Azahar. He has further stated that receipt No. 485 dated 25.9.89 has been signed by the person of the accds. as collector. He has exhibited both the receipts as Exts. 1 and 1 (Ka). He has further stated that by the above receipts Tk. 20/ per truck has been collected

from Truck No. Dha-1678 and 1375. In his deposition he has stated that the accd. Abdul Hamid Bhuiya is the President of the said un-registered Malik samity and accd. Nurul Huda is the General Secretary of the said Samity. They have conducted illegal activities in the name of un-registered Trade Union and collected subscriptions. In cross examination he has admitted that he is neither an officer or not staff of the office of the 1st Party. He is neither a Truck Owner nor any worker to the Truck. He has further admitted that he was not present at the time of formation of alleged Trade Union. He also could not say the date of any meeting of the alleged Trade Union. He did not submit any papers as to the formation of the alleged Trade Union. He also could not say the name of the Owner of the Office of the said Truck Owner Samity. He has admitted that receipt No. 486 was written by Azad and he collected the receipt from the Owner of outsider Truck and he deposited that receipt in the Office of the Labour Directorate. He has further admitted that the Driver or Helper of the aforesaid Trucks as noted in the receipts were not cited as witnesses.

P.w.2 Md. Rafiqul Islam has stated that he is the General Secretary of Sirajganj Truck Bandbastkari Sramik Union (Regn. No. Raj-337). He has stated that the accds. are Truck Owners and they have formed an un-registered Truck Owners Samity and conducted trade union activities collecting subscription with receipts. Initially they collected subscription alone but subsequently collected jointly with Inter district Truck Drivers Union. He has also stated that the accds. are President and General Secretary of the aforesaid un-registered Trade Union, Incross examination he has also admitted that he is not a staff to the offices of the Ist Party. He could not say the name of the Owners of the office of the aforesaid Samity. He has stated that he did not cite the Owner of the Office as witness. He has also admitted that the Driver or the Helper of the Trucks non which the accds. collected subscription were not cited as witnesses. He has denied

the suggestion that the complaint has been filed in his connivance with the offlcials of the Registrar of Trade Union. He has admitted that he is not a Truck Owner or an appointed worker to any Truck Owner.

Exts. 1 and 1 (Ka) are photocopies. P.W. 1 in his deposition has admitted the position of the receipts. There is no explanation why the original receipts were not produced before the Court. It is to be noted that there is no involvement of the accds. with these documents. No evidence has adduced to support that the alleged collector vide Ext. 1 is the appointed worker of the accds. the scribe of the above Exts. has not been examined. Even the concerned Truck Driver or the workers non whom illegal subscription was collected vide those Exts. were not examined. From the deposition of P.Ws it appears that both of them are interested witnesses. We find not a single witnesses. We find not a single independnt witness in the present case to support the charge against the accds. Moreover in absence of the complainant can not be said that the 1st party has been able to prove the cahrge against accds —2nd parties initially.

Considering the above facts and circumstances of the case and the evidences on record it appers that prosecution has hopelessly failed to prove the charge against the accds. and thus they are liable to get acquittal.

Ld. Members have been consulted.

Hence, it is

ORDERED

That the accd. No. 1 Md. Abdul Hamid Bhulya and 2. Md. Nurul Huda are acquitted from the cahrge. Recall the Warrant of Arrest if issued.

Md. Shawkat Hossain
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

অভিযোগ মামলা নং-২৩/৯৫

দরখাস্তকারী: মো: আ: হাকিম, পিতা-মো: আ: ছাত্তার,
সাং-চান্দামারী, থানা রাজারহাট, জেলা কুড়িগ্রাম,

শ্রমিক, লাকীহোটেল ও রেষ্টুরেন্ট, রংপুর শহর, রংপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ: মো: আ: কুদ্দুস (মাজু), মালিক ও পরিচালক, লাকী হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট,
শাপলা চত্বর, আলমনগর, থানা কোতয়ালী, রংপুর শহর, রংপুর।

প্রতিনিধিগণ: ১। জনব সাইফুর রহমান খান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মো: কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৩৩, তারিখ ১-৪-৯৮ ইং

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা প্রদান করেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় সময়ের আবেদন করেন। আবেদনের কপি প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীকে দেখানো হয়। অদ্য মালিক পক্ষে সদস্য জনাব ফজলুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব আকতার হোসেন বাদল দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

নথি দেখিলাম। বাদী দীর্ঘদিন যাবৎ সময়ের প্রার্থনা দাখিল করিয়া মোকদ্দমা বিলম্বিত করিতেছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বক্তব্য আর বিবেচনার অবকাশ দেখা যায় না। প্রার্থনা অনুরূপ কারণে না মন্জুর করা গেল।

অতএব,

আদেশ হয়,

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদন্তে খারিজ করা গেল।

মো: শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৬৫/৯৭

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
গোবিন্দগঞ্জ থানা রিক্সা ও ভ্যান মালিক সমিতি,
রেজিঃ নং রাজ-১৩৯৪, গোলাপবাগ বন্দর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা—২য় পক্ষ

১। মোঃ সিরাজুল আলম, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
আদেশ নং-৫, তারিখ ৫-৪-৯৮ ইং

অদ্য মামলাটির একতরফা শুনানীর দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষ কোর্টে হাজির আছে। প্রতিপক্ষের কোন হাজিরা দাখিল করে নাই এবং কোর্টে হাজির নাই। জনাব পুলিন বিহারী বিশ্বাস এবং মোঃ কামরুল হাসান উভয় পক্ষের সদস্য কোর্টে হাজির আছে বিধায় কোর্ট গঠন করা হইল।

ইহা রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ১০(১)(২) ধারানুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের জন্য মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা যে, প্রতিপক্ষ গোবিন্দগঞ্জ থানা রিক্সা ও ভ্যান মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ ১৩৯৪) বিধি মতে ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর কার্যালয়ে দাখিল করেন নাই। উক্তরূপ কারনে প্রতিপক্ষ সমিতির প্রতি দরখাস্তকারীর কার্যালয়ের ৬-৩-৯৭ ইং তারিখের ৩৯৮ নং স্মারক সূত্রে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ জারী করা হয়। কিন্তু তথাপি রিটার্ন দাখিল করেন নাই, যাহা ২য় পক্ষ কর্তৃক উল্লেখিত অধ্যাদেশের ২১ ধারায় বর্নিত বিধানের সরাসরি লংঘন। উক্তরূপ কারণে দখাস্তকারী ২য় পক্ষ সমিতির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের আবেদন করেন।

২। পক্ষের প্রতি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে নোটিশ জারী করা হয়। প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দৃষ্টে দেখা যায় নোটিশ যথারীতি জারী হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ আদালতে উপস্থিত হন নাই এবং কোন জবাব দাখিল করেন নাই।

দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবন করা গেল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হয় দেখা যায়।

অতএব,

আদেশ হয়

যে ১ম পক্ষকে ২য় পক্ষের গোবিন্দগঞ্জ থানা রিক্সা ও ভ্যান মালিক সমিতির রেজিষ্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৯৪) বাতিলের অনুমতি প্রদান করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ :-১। জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ আবু সেলিম, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ৫ই এপ্রিল/১৯৯৮।

অভিযোগ মামলা নং ৪৪/৯৩

মোঃ আবু তালেব, পিতা মৃত মমেজ উদ্দিন, সাং জোতভাগিরতপুর, পোঃ আমিরা, থানা পুঠিয়া, জেলা রাজশাহী, চিকন তাঁতী (বরখাস্তকৃত) রাজশাহী জুট মিলস, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাজশাহী জুট মিলস, পোঃ শ্যামপুর, জেলা রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ: ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব মোঃ আবুল কাসেম (২), প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (খ) ধারায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর সংক্ষিপ্ত মোকদ্দমা যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীন রাজশাহী জুট মিলে গত ৩-১১-৭৯ ইং তারিখে চিকন তাঁতী পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সহিত চাকুরী করিয়া আসিতে থাকেন। দরখাস্তকারী রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের একজন বলিষ্ঠ কর্মী। বিগত সি,বি,এ, নির্বাচনে দরখাস্তকারী রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হইয়া ইউনিয়নের কার্যকলাপ বিধিসম্মত

ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। বাংলাদেশ কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (সকপ) বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে বিগত ১৯-৭-৯৩ ও ২০-৭-৯৩ ইং তারিখে ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কর্মসূচী সফল ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের সি,বি,এ, প্রতিনিধিগণ বিগত ১৮-৭-৯৩ ইং তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকার মিলের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন এবং সকপ আহুত ধর্মঘটের কর্মসূচী সফল ও বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সেই লক্ষ্যে উক্ত তারিখ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় মিছিল পরিচালনা করার জন্য সাধারণ সম্পাদকের উপর দায়িত্ব অর্পন করা হয়। উক্ত সময়ে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট কর্মসূচী পালনকালে সকপ কর্তৃক ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে মাইকিং এর মাধ্যমে শ্রমিকদের ডাকিয়া মিল চালু করা হইবে। রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের উক্তরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সকল কর্তৃক আহুত ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘটের কর্মসূচী ১৮-৭-৯৩ ইং তারিখ রাত্রী ১০.০০ ঘটিকা হইতে শুরু হয়। অতঃপর ১৮-৭-৯৩ ইং তারিখ রাত্রী ১১.৩০ ঘটিকায় সকপ কর্তৃক আহুত ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয় এবং উক্ত সংবাদ বাংলাদেশ টি, ভি ও বেতারের মাধ্যমে রাত্রী ১১.৩০ মিঃ এর সংবাদে প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উক্ত সংবাদ তাৎক্ষনিকভাবে মাইকযোগে প্রচার করেন এবং ধর্মঘট শ্রমিকদের কাজে যোগদান পূর্বক জরুরী ভিত্তিতে মিল চালু করার আবেদন জানান। দরখাস্তকারী উক্ত সংবাদ শুনিয়া ১৯-৭-৯৩ ইং তারিখ ভোর ৫.০০ ঘটিকায় কাজে যোগদান করেন এবং জোর প্রচেষ্টায় 'ক' পালা চালু করেন। রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের উক্তরূপ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের জন্য প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ অন্যায় ও বেআইনীভাবে সমস্ত বিষয় পূর্বাপর অবগত থাকা সত্বেও ২৪-৭-৯৩ ইং তারিখে কতিপয় মনগড়া ও ভিত্তিহীন অভিযোগে দরখাস্তকারীকে এককভাবে দায়ী করিয়া দরখাস্তকারীর কৈফিয়ত তলব করে এবং সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী ২৭-৭-৯৩ ইং তারিখে কৈফিয়তের সন্তোষজনক জবাব দাখিল করেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ দরখাস্তকারীকে ডাকেন। ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহারের নিমিত্ত দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ ক্ষমা প্রার্থনার কথা লিখিয়া দিতে বলেন। দরখাস্তকারীসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ প্রতিপক্ষের এইরূপ আশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষের কথামত জবাব সংশোধন করিয়া দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য ৮-৮-৯৩ ইং তারিখে তদন্ত কমিটি গঠন করিলে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বেআইনের কার্যকলাপের জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি প্রতিবাদ পত্র প্রদান করেন এবং দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার পূর্বক সাময়িক কর্মচ্যুতির আদেশ বাতিলের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেন এবং জোর দাবী জানান। প্রতিপক্ষ ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে দরখাস্তকারীর উক্তরূপ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের জন্য দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অন্যায় ও বেআইনীভাবে বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিতে থাকেন। দরখাস্তকারী ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে তদন্ত কার্য

পরিচালনার জন্য লিখিত আবেদন করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য পূর্বক দরখাস্তকারীর অগোচরে তাহাদের মনগড়া সাক্ষীর মনগড়া জবানবন্দী লিপিবদ্ধ পূর্বক মনগড়া রিপোর্ট দাখিল করাইয়া লইয়া ২১-৯-৯৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। বরখাস্ত পত্রে উল্লেখিত নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের কথা সম্পূর্ণ অবান্তর ও মনগড়া। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর জবানবন্দী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং তাহার উপস্থিতিতে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহন করা হয় নাই এবং সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। দরখাস্তকারী অতঃপর ৩-১০-৯৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত প্রতিপক্ষ বরাবর দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত শুনানীর কোন সুযোগ না দিয়া গ্রিভান্স দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন। দরখাস্তকারী বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনঃবহালের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির পূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং বাদীর মোকদ্দমা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে বাদীর মোকদ্দমা আইনতঃ অচল, মিথ্যা এজাহারে আনীত এবং খারিজযোগ্য।

প্রকৃত বৃত্তান্তে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারী রাজশাহী জুট মিলের তাঁত বিভাগের একজন চিকন তাঁতী এবং তাহার শ্রম কার্ড নং-৪৭১১। দরখাস্তকারী রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। ১৮-৭-৯৩ ইং তারিখে সভাপতির অনুপস্থিতিতে দরখাস্ত-কারী সভাপতির দায়িত্বে থাকেন। মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে ১৯-৭-৯৩ ও ২০-৭-৯৩ ইং তারিখে ধর্মঘট না করার অনুরোধ করেন কিন্তু দরখাস্তকারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধ অমান্য করিয়া ঐ দিনই বিকাল ৫'00 ঘটিকার সময় শ্রমিকদের লইয়া ধর্মঘটের স্বপক্ষে মিছিল শ্লোগান ও সমাবেশ করেন। উক্ত সমাবেশে দরখাস্তকারী সরকার বিরোধী বক্তব্যসহ বিভিন্ন প্রকার শ্রমিক উস্কানীমূলক কথাবার্তা ও শ্লোগান দিয়া শ্রমিকদের উত্তেজিত করেন এবং ১৮-৭-৯৩ ইং তারিখ দিবাগত রাত্রি ১০টা থেকে শ্রমিকগণকে কাজে যোগদান করিতে না দিয়া ধর্মঘটে লিপ্ত হন। ১৯-৭-৯৩ ইং তারিখে আহুত ধর্মঘট প্রত্যাহার করিলে এবং ধর্মঘট প্রত্যাহারের সংবাদ রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার হইলেও দরখাস্তকারী ১৯-৭-৯৩ ইং তারিখ ভোর ৬'00 ঘটিকায় শ্রমিকগনকে মিলের কাজে যোগদান করিতে বাধা দেন এবং শ্রমিকগণকে ধর্মঘটে লিপ্ত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং বিশৃংখলার সৃষ্টি করেন। দরখাস্তকারী ইতি পূর্বেও প্রতিপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিয়া শ্রমিকগণকে ধর্মঘটে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ধর্মঘট পালনের জন্য শ্রমিকগনকে মিল হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান। দরখাস্তকারীকে উক্ত বেআইনী কার্যকলাপের জন্য ২৪-৭-৯৩ ইং তারিখে সাময়িক কর্মচ্যুতি সহ অভিযোগ পত্র প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারীর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আইনানুগ-ভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে ২১-৯-৯৩ ইং তারিখে

চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী ৪-১০-৯৩ ইং তারিখে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন। মিল কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রিভান্স দরখাস্ত বিবেচনা করিবার অবকাশ না থাকায় দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ বহাল রাখা হয়। দরখাস্তকারী প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা রক্ষনীয় কি না?

২। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদ দোষে বারিত কিনা?

৩। ট্রেড ইউনিয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকার কারনে দরখাস্তকারীকে প্রাথমিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত এবং অতঃপর বরখাস্ত করা হয় কিনা?

৪। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করা হয় কিনা এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় কিনা?

৫। দরখাস্তকারী প্রার্থীত প্রতিকার বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় ১ ও ২

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা যে তিনি রাজশাহী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকারী পরিষদের নির্বাচিত সহ-সভাপতি থাকাকালে বিগত ১৯-৭-৯৩ এবং ২০-৭-৯৩ ইং তারিখে বাংলাদেশ কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (সকপ) এর ৪৮ ঘন্টা ব্যাপী ধর্মঘট আহ্বানের পরিপ্রক্ষিতে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা আনয়ন, সাময়িক বরখাস্ত এবং পরবর্তীকালে ২১-৯-৯৩ ইং তরিখে প্রতিপক্ষের নির্বাহী আদেশে বরখাস্ত করা হয়। প্রতিপক্ষের দাখিলী জবাবে উক্ত বিষয়টি পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হয় দেখা যায়। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অভিযোগ যে ১৮-৭-৯৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর নেতৃত্বে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল মিটিং হয় এবং ১৮-৭-৯৩ তারিখ রাত্রি ১১.৩০ ঘটিকায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হইলেও দরখাস্তকারী ১৯-৭-৯৩ ইং তারিখ ভোর ৬.০০ ঘটিকায় 'ক' পালার শ্রমিকদিগকে কাজে যোগদানে বাধা প্রদান করেন এবং উক্তরূপ কার্যকলাপের দরুন মিলের উৎপাদন ব্যহত হওয়ায় দরখাস্তকারীর কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। দরখাস্তকারী পক্ষে প্রদর্শনী-১ অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। অভিযোগ পত্রে প্রতিপক্ষের অনুরূপ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। অভিযোগ পত্রে উল্লেখ থাকে যে বিগত ১৮-৭-৯৩ ইং তারিখ বিকাল ৩ ঘটিকার সময় মিলের সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের সহিত মিল কর্তৃপক্ষের আলোচনা সভায় প্রত্যেক মিলের সি, বি, এ, নেতৃবৃন্দের সহিত সরকারের ১৫-৭-৯৩ ইং তারিখের সমঝোতা চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়া প্রতিপক্ষ মিলে ১৯-৭-৯৩ এবং

২০-৭-৯৩ ইং তারিখে ধর্মঘট না করার জন্য দরখাস্তকারীকে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অনুরোধ অমান্য করিয়া ঐ দিনই বিকাল আনুমানিক ৫.০০ ঘটিকা সময় মিলের শ্রমিকদের লইয়া ধর্মঘটের স্বপক্ষে মিছিল, শ্লোগান ও সমাবেশ করেন এবং উক্ত সমাবেশে সরকার বিরোধী/বক্তব্যসহ বিভিন্ন প্রকার উস্কানীমূলক কথাবার্তা ও শ্লোগান দিয়া শ্রমিকগণকে উত্তেজিত করেন এবং ফলশ্রুতিতে ১৮-৭-৯৩ ইং তারিখ দিবাগত রাত্রি ১০.০০ ঘটিকায় মিলের শ্রমিকগন কাজে যোগদান থেকে বিরত থকেন এবং ধর্মঘটে লিপ্ত হন। অভিযোগ পত্রে আরও উল্লেখ দেখা যায় পরবর্তীতে উক্ত রাত্রি ১১.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রচার মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ কর্তৃক ৪৮ ঘন্টার প্রস্তাবিত ধর্মঘট ও অবরোধ কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা হওয়ার পরও মিল চালু করার ব্যাপারে দরখাস্তকারীর কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। সি, বি, এ, সাধারন সম্পাদক ও অন্যান্য সিবিএ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় রাত্রী ১.০০ টার পর মিল চালু করা সম্ভব হয়। ১৯-৭-৯৩ইং তারিখ ভোর ৬.০০ ঘটিকায় শ্রমিকগণ মিলে কাজে যোগদান করিতে গেলে দরখাস্তকারী তাহাদেরকে বাধা প্রদান করেন এবং ধর্মঘটে লিপ্ত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

উক্ত অভিযোগ পত্র দৃষ্টে সুস্পষ্ট যে দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়নমূলক কাজের সহিত সংশ্লিষ্টতার কারণেই তাহার বিরুদ্ধে কৈফিয়ত তলব, সাময়িক বরখাস্ত এবং পরবর্তীতে চূড়ান্ত বরখাস্ত আদেশ প্রদন করা হয়। আলেখ্য-৭ বরখাস্ত আদেশ দৃষ্টে দেখা যায় প্রতিপক্ষ ২১-৯-৯৩ ইং তারিখে দরখাস্ত কারীকে বরখাস্ত করেন। আলেখ্য-৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী ৪-১০-৯৩ ইং তারিখে অর্থাৎ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ এর ২৫(১)(এ) ধারায় বর্নিত সময়ের মধ্যে গ্রিভান্স নোটিশ প্রতিপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করেন। আলেখ্য-১১ দৃষ্টে দেখা যায় প্রতিপক্ষ ১৭-১০-৯৩ ইং তারিখে নির্ধারিত সময়ে সীমার মধ্যে দরখাস্তকারীর গ্রিভান্স নোটিশের জবাব দেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী অতঃপর ৮-১১-৯৩ ইং তারিখে অর্থাৎ উল্লেখিত আইনের ২৫ (১) (বি) ধারায় বর্ণিত সময় সীমার মধ্যে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। উপরোক্ত অবস্থাধীনে উল্লেখিত বিচার্য বিষয়দ্বয় দরখাস্তকারীর অনুকূলে নির্ণয় করা গেল।

বিচার্য বিষয় ৩, ৪ ও ৫

আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গ্রহণ করা গেল। অত্র মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী-প্রথম পক্ষ পক্ষে দরখাস্তকারী মোঃ আবু তালেব ১নং সাক্ষী, মোঃ আবদুস সোবহান ২নং সাক্ষী এবং মোঃ ইমরুল হক ৩নং সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ পক্ষে উপরোক্ত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ব্যতিরেকে প্রদর্শন-১ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ, (২) কৈফিয়তের জবাব, (৩) সিবিএ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের অনুরোধ পত্র, (৪) তদন্ত কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দরখাস্তকারীর আবেদন পত্র, (৫) সিবিএ নেতৃবৃন্দকে আবেদন বিষয়ে প্রতিপক্ষ

অর্থাৎ ২য় পক্ষের উত্তর পত্র, (৬) তদন্তের দিন পুনঃধার্যের নোটিশ, (৭) ২য় পক্ষ কর্তৃক ১ম পক্ষকে বরখাস্ত আদেশ, (৮) দরখাস্তকারীর গ্রিভান্স পিটিশন, (৯) পোষ্টাল রশিদ (১০) প্রাপ্তি স্বীকার পত্র এবং (১১) ২য় পক্ষ কর্তৃক ১ম পক্ষের গ্রিভান্স পিটিশনের জবাব আদালতে দাখিল করা হয়।

২য় পক্ষে মোঃ শামসুল হক ডি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে একক সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ২য় পক্ষ প্রদর্শনী-ক থেকে ক (৫) অর্থাৎ উল্লেখিত রিতকিত সময়কালে বিভিন্ন শিফটে মিলের উৎপাদনের হিসাবে বিবরণী এবং প্রদ:-খ হাজিরা খাতা দাখিল করেন। যুক্তিতর্ক শুনানীকালে ২য় পক্ষ পক্ষে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে সিবিএ নেতৃবৃন্দ প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জবানবন্দী দাখিল করা হয়। উক্ত কাগজাদি দরখাস্তকারীর পক্ষে আপত্তি নোট উল্লেখে দাখিল হয়।

দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে, দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে, দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদানে দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হয় অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি স্বাভাবিক বিচার সুলভ আচরন প্রদর্শন করা হয় তাহা প্রমাণের দায়িত্ব শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ-২য় পক্ষের। কিন্তু অত্যন্ত কৌতুহলের সহিত উল্লেখ্য যে অত্র মোকদ্দমায় ২য় পক্ষের সাক্ষী জনাব শামসুল হক, মিলের গার্ড ব্যতীত অন্য কাহার ও সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নাই। এমনকি তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য কিংবা তদন্ত রিপোর্ট আদালতে প্রদান করা হয় নাই এবং উক্ত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে প্রদান না করা কিংবা আইনানুগ ও নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রদান না করার বিষয়ে ও কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই। বিবাদীর ১ নং সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে তিনি প্রর্দশনী-ক হইলে ক (৫) এবং খ দাখিল করেন। তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে তিনি মিলের উৎপাদন সম্পর্কে জড়িত নহেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ আসল না নকল তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তিনি আর ও উল্লেখ করেন যে মিলের ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সর্বসম্মতিতে ধর্মঘট সমর্থন করা হয়। অতঃপর তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে, ধর্মঘটের কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিকগণের কার্যকলাপের কারনে আবেদনকারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ২য় পক্ষের একক স্বাক্ষীর উক্তরূপ বক্তব্য প্রদ-১ অর্থাৎ অভিযোগ পত্রের বক্তব্যকে সমর্থন করে। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত কর্মকান্ডের অভিযোগে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তদন্ত রিপোর্ট আদালতে দাখিল না হওয়ায় তদন্ত-কমিটি কিভাবে গঠিত হয়, তদন্ত কিভাবে পরিচালিত হয় এবং অভিযুক্ত ১ম পক্ষকে অভিযোগের তদন্তকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় কি না তৎ সম্পর্কে কোন ধারনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহনের কোনরূপ ভিত্তি দেখা যায় না। ২য় পক্ষে দাখিলকৃত ১ম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় জবানবন্দীতে

অভিযুক্ত ১ম পক্ষের সহি গ্রহন করা হইলেও উক্ত সাক্ষীগণকে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতে পরীক্ষা করা হয় তৎ সম্পর্কে নিশ্চত ধারনা করা যায় না। উপরন্ত সুস্পট যে উক্ত স্বাক্ষীগণকে অভিযুক্ত ১ম পক্ষ পক্ষকে কোনরূপ জেরা করা হয় নাই এবং জেরা করার সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে তদমর্মে জবানবন্দীতে কোন নোট উল্লেখ নাই। জবানবন্দীকালে বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় সাক্ষীদের প্রতি "Leading queation" এর ভিত্তিতে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সমর্থনে বক্তব্য গ্রহণ করা হয়, যাহা নিরপেক্ষ তদন্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। উক্ত সাক্ষীদের জবণাবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে অভিযুক্ত করা হয় এবং অনুরূপ অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত করা হয়। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সুস্পট অভিযোগ যে ধর্মঘট প্রত্যাহার হওয়া সত্বেও ১৯-৭-৯৩ ইং তারিখ সকাল ৬'০০ ঘটিকায় তিনি 'ক' পালার শ্রমিকগণকে কাজে যোগদানে বাধা দেন। কিন্তু তদন্তকালে গৃহীত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনায় উক্ত বিষয়টি সকল পরীক্ষীত সকল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য সমর্থিত হয় না। তদন্ত রিপোর্ট আদালতে দাখিল না হওয়ায় অভিযোগ প্রমানিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপ্রসাঙ্গিক দেখা যায়। প্রতিয়মান হয় যে রিপোর্ট আদালতে দাখিল হইলে তাহা ২য় পক্ষের বিপরীতে বিবেচিত হইবে বিধায় ২য় ওক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে তাহা দাখিলে বিরত থাকেন।

১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (১)(এ) ধারায় উল্লেখ থাকে যে, অভিযুক্ত কর্মচারীর গ্রিভান্স পিটিশন পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ দিবেন এবং অতঃপর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করিবেন। কিন্তু ২য় পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজ পর্যালোচনায় প্রমানিত হয় না যে উল্লেখিত বিধি বিধান বরখাস্ত আদেশ প্রদানকালে প্রতিপালিত হয়।

ইহা সুস্পট যে ১ম পক্ষ মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তা এবং স্বীকৃতভাবে সকপ কর্তৃক ১৯-৭-৯৩ ও ২০-৭-৯৩ ইং তারিখে ৪৮ ঘন্টা ব্যাপী আহুত ধর্মঘটের পরিপেক্ষিতে তাহাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং অভিযোগের প্রমান ব্যতিরেকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত না করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান না করিয়া এবং অতঃপর গ্রিভান্স পিটিশনের পরিপেক্ষিতে অভিযোগ বিষয়ে বিধান মতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত এবং ১ম পক্ষকে শুনানী ব্যতিরেকেই দরখাস্তকারীর তকিত বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হয় যাহা সম্পূর্ণরূপে বেআইনী এবং অবৈধ। উপরন্ত তকিত শাস্তিপ্রদান কালে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(৬) ধারার বিধান মতে তাহার পূর্বধর্তী চাকুরীর রেকর্ড পর্যালোচনা করা হইয়াছে তাহাও প্রমাণিত হয় না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হয়। তাঁহারা অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেন।

উপরোক্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া উপরোক্ত বিচার্য বিষয়সমূহ দরখাস্তকারীর অনুকূলে নির্ণয় করা গেল। দরখাস্তকারী তাহার চাকুরীতে বকেয়া বেতনসহ পুনর্বহালের আদেশ পাইতে হকদার বিবেচিত হয়।

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র অভি আর্থ মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা গেল।

দরখাস্তকারীর ২১-৯-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ বেআইনী ও অবৈধ ঘোষনা করা গেল। দরখাস্তকারীকে ২১-৯-৯৩ ইং তারিখ হইতে পূর্ণ বেতন ভাতাদিসহ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বপদে বহাল করার জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেওয়া গেল।

০৫/৪/৯৮ ইং
মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ:- ১। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ ক্বামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ-০৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮।

আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং-৫৪/৯৭

মোঃ হাসিবুর রহমান, সভাপতি, শাহজাদপুর উপজেলা মটর মালিক সমিতি
রেজিঃ নং রাজ-৭৮৮, দারিয়াপুর বাজার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ—আপীলকারী।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ:- ১। জনাব সাইফুর রহমান খাঁন, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা ১৯৬১ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনীত মোকদ্দমা।

আপীলকারীর সংক্ষিপ্ত মোকদ্দমা যে তিনি শাহজাদপুর উপজেলা বর্তমানে থানা মটর মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-৭৮৮) এর সভাপতি। উক্ত সমিতি একটি মালিক সমিতি গত ১৯৮৯ সালে রেজিষ্ট্রেশন লাভকালে উক্ত সমিতি সাবেক উপজেলা শাহজাদপুরের মটর

মালিকগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সমিতির সুনাম ও সুখ্যাতির কারনে সিরাজগঞ্জ জেলার প্রায় সকল থানার বিভিন্ন মটর মালিকগণ দরখাস্তকারীর সমিতির সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করেন। বৃহত্তর স্বার্থে এবং সমিতির গতিশীলতার লক্ষ্যে উক্ত উপজেলা শব্দটি কর্তন করিয়া লওয়ার জন্য দরখাস্তকারী এবং তাহার মটর মালিক সমিতি সমিতির নাম পরিবর্তনসহ এখতিয়ারাধীন এলাকা বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তায় সমিতির সংবিধানের কতিপয় ধারার সংশোধনী আনয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। দরখাস্তকারীর সমিতিকে সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ নম্বর ধারার বলে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে এবং বিধি ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ইহা আপীলকারীর পক্ষে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত "গ্যারান্টিড রাইট"। আপীলকারী পক্ষ ১৯৯৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত গেজেট মতে ১৬-২-৯৭ ইং তারিখে একটি বিশেষ সাধারন সভায় মিলিত হন এবং উক্ত বিশেষ সাধারন সভার সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধনীসমূহ অনুমোদিত হয়। সংশোধনী আনয়নের পর সমিতিটির নুতন নাম হয় "সিরাজগঞ্জ জেলা মটর মালিক সমিতি" এবং কর্মক্ষেত্র সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যাপী বিস্তারিত রাখা হয় এবং সমিতির স্থায়ী ঠিকানা বর্তমান ঠিকানাতেই রাখা হয়। উক্ত সংশোধনী
সমূহ প্রতিপক্ষের কার্যালয় এবং দপ্তর হইতে অনুমোদন করাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত হইলে সেই মোতাবেক সকল কাগজাদী দাখিল করিয়া অনুমোদনের আবেদন ৪-৬-৯৭ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের দপ্তরে জমা প্রদান করা হয়। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর উক্তরূপ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার কার্যালয়ের ৩-৭-৯৭ ইং তারিখের ২২৩৮ নং স্মারক সূত্রে অতিরিক্ত কাগজাদি দরখাস্তকারীর নিকট হইতে তলব করেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নির্দেশ মত অতিরিক্ত কাগজাদি দাখিল করিয়া সংশোধনী অনুমোদনের জন্য প্রার্থনা জানান। সমিতি ১৯৯৬ সনের দাখিলী রিটার্নে সদস্য সংখ্যা ৫১ জন দেখাইয়াছেন এবং বর্তমানে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিপক্ষ তাহার ১৫-৭-৯৭ ইং তারিখের ১৩৪৯ নং স্মারক সূত্রে কোন কারণ ব্যতিরেকে সংশোধনীসমূহ অনুমোদন না করিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ কার্যকলাপে দরখাস্তকারীর "গ্যারান্টিড রাইট" ক্ষুন্ন হওয়ায় এবং সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং উল্লেখ করেন যে আপীলকারী গত ৪-৬-৯৭ ইং তারিখে তাহাদের সমিতির সংবিধানের কতিপয় সংশোধন করার অনুমোদন দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পর প্রতিপক্ষ দেখিতে পান যে, উহার সহিত নুতন সদস্যদের মালিকানা সম্পর্কিত গাড়ীর ব্লু বুক, সাধারন সভায় সিদ্ধান্ত বই নোটিশ বই, সদস্যদের ডি-ফরম এবং মূল পুরাতন সংবিধান দাখিল করা হয় নাই। অতঃপর প্রতিপক্ষ তাহার ৩-৭-৯৭ ইং তারিখের আপত্তি পত্রে ঐ সকল কাগজপত্র দাখিলের নির্দেশ দেন। আপীলকারীপক্ষ প্রতিপক্ষের নির্দেশ মত কাগজাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হন এবং আপীলকারীর আবেদনের সমর্থনে তলবী কাগজাদি দাখিল না করায় প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে ১৫-৭-৯৭ ইং তারিখে তাহার আরটিইউ/রাজ/১৩৪৯ নং পত্রের মাধ্যমে

আপীলকারীর আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যান করেন। জবাবে আরও উল্লেখ থাকে যে আপীলকারীর মামলাটি তামাদি বারিত। প্রতিপক্ষ ১৫-৭-৯৭ ইং তারিখে আপীলকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং আপীলকারী নির্ধারিত ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর অত্র মামলা আনায়ন করেন যাহা রক্ষণীয় নহে। প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আপীলকারীর আবেদনটি খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা রক্ষণীয় কিনা?

২। অত্র মোকদ্দমা তামাদি বারিত কিনা?

৩। ২য় পক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ আইনানুগ ও যথার্থ কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় ১ হইতে ৩

আলোচনার সুবিধার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয় ৩টি একত্রে লওয়া হইল। শুনানীকালে ১ ও ২ নং বিচার্য বিষয়ে কোন আপত্তি উৎথাপিত না হওয়ায় তাহা আপীলকারীর স্বপক্ষে নির্ণয় করাগেল। আপীলকারীর মোকদ্দমা যে তাহার উপরে বর্ণিত মতে সমিতির সংবিধানের সংশোধনী অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন এবং উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী তাহার কার্যালয়ের ৩-৭-৯৭ ইং তারিখের ২২৩৮ নং স্মারক সূত্রে কিছু কাগজাদি তলব করেন। আপীলকারী পক্ষ উক্ত তলবী কাগজ যথাসময়ে দাখিল করা সত্ত্বেও কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বেআইনীভাবে আপীলকারী পক্ষের আবেদন নামঞ্জুর করেন। আপীলকারী পক্ষ উল্লেখ করেন যে প্রতিপক্ষের তলবী কাগজাদি ১০-৭-৯৭ ইং তারিখে প্রতপক্ষের অফিসে দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ পক্ষে দাবী করা হয় যে প্রতিপক্ষের কার্যালয় উল্লেখিত ৩-৭-৯৭ ইং তারিখের স্মারক সূত্রে তলবী কাগজাত স্মারক প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে দাখিলের নির্দেশ থাকে। কিন্তু নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তাহা দাখিল না করায় আপীলকারী পক্ষের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। আপীলকারী পক্ষের দাখিলী কাগজাদির মধ্যে আলেখ্য-৬ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় প্রতিপক্ষ আপীলকারী পক্ষের নিকট হইতে (১) সমিতির নূতন সদস্যদের গাড়ীর ব্লু-বুকের ফটোকপি, (২) সভায় সিদ্ধান্ত বহি, (৩) নোটিশ বহি এবং ডি-ফরম সমূহ এবং (৪) পুরাতন সংবিধান পত্র প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে দখিলের নির্দেশে ৩-৭-৯৭ ইং তারিখে আপীলকারী পক্ষকে পত্র প্রদান করেন। আলেখ্য ৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় আপীলকারী পক্ষ নূতন সদস্য ভর্তির গাড়ীর ব্লু-বুকের কয়েকটি কপি, সভার সিদ্ধান্ত বহি, নোটিশ বহি এবং পুরাতন সংবিধান প্রতিপক্ষের কার্যালয়ে দাখিল করেন এবং প্রতিপক্ষ কার্যালয় ১০-৭-৯৭ ইং তারিখে সীল স্বাক্ষরে তাহা গ্রহণ করে। উক্ত আলেখ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে আপীলকারী পক্ষ নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তলবী কাগজাদি

প্রতিপক্ষ বরাবর দাখিল করেন। ফলতঃ নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তলবী কাগজাদি দাখিল হয় নাই মর্মে প্রতিপক্ষ পক্ষে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তাহা যথার্থ নহে। আপীলকারী পক্ষ সমিতির নাম পরিবর্তন, এখতিয়ার বর্ধিত করণ প্রসঙ্গে সংবিধান সংশোধন করেন। উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইনের অন্যান্য বিধি বিধানে সহিত সংশ্লিষ্ট। বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তলবী কাগজাদি যথা সময়ে দাখিল করায় এবং অপীলকারী পক্ষের আবেদন উক্ত কারণে অর্থাৎ তলবী কাগজাদি নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে দাখিল না করার কারণে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান আদেশ যথার্থ বিবেচিত হয় না। আপালকারী পক্ষের আবেদন প্রাথমিকভাবে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিবেচ্য বিধায় অত্র আদলত আবেদন বিষয়ে গুণগত বিচারে বিরত থাকা সমীচীম মনে করেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইল। তাহারা অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেন।

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র আই, আর, ও, (আপীল) মোকদ্দমা উক্তরূপে নিস্পত্তিকরা গেল।

প্রতিপক্ষকে আপীলকারী পক্ষের দাখিলী কগজাদি পর্যালোচনা করিয়া আইনানুগভাবে সংশোধন অনুমোদনের আবেদন নিস্পত্তি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা গেল।

নোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।